

বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

উত্তরকাশিতে ৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, ৪০টি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই

উত্তরকাশি, ২৩ জুলাইঃবৃষ্টি দুর্যোগে ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায়। ভারী বৃষ্টিতে উত্তরকাশি জেলার পুরোলা, বারকোট ও দু ঘণ্টায় ৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ৪০টি গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু রাস্তা। রবিবার সকালে উত্তরকাশির জেলাশাসক অভিষেক রোহিা বলেছেন, ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরকাশি জেলার পুরলা, বারকোট এবং দুশায় ৫০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলার ৫০টি সড়ক বন্ধ রয়েছে। প্রায় ৪০টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং ৪০০টির বেশি কৃষি জমির ড্রেন ভেঙ্গে গিয়েছে।উত্তরকাশির এসপি অর্পণ যদুবংশী বলেছেন, আরাকোট কাজারের কাছে প্রবল ভূমিধসের কারণে আরাকোট-হিমাচল প্রদেশ সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির সতর্কতার পরিপ্রেক্ষিতে যাদীদেশের আপাতত তাঁদের গন্ডোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রা স্থগিত করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে নয়ড়া ও কানপুর, হিন্দি নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে উত্তর প্রদেশের নয়ডার কিছু অংশে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হিতমধ্যেই নদী সংলগ্ন বাড়িগুলি প্রাণহিত হয়েছে। নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানকার মানুষজনকে। শুধুমাত্র হিন্দি নদী নয়, উত্তর প্রদেশের কানপুরে জলস্তর বাড়ছে গন্দা নদীরও। স্বাভাবিকই চিন্তার মধ্যে রয়েছে প্রশাসন। অতি রিভ্ত পুলিশ কমিশনার সুরেশশরাও কুলকার্নি বলেছেন, নয়ডার হিন্দি নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় আশেপাশের বাড়ির প্রাণিত হয়েছে। নিচু এলাকার কিছু বাড়িতে জল ঢুকছে...সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং আমরা জলস্তর পরিক্ষণ করছি এবং এ বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিচ্ছি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রায় ৫-৬ দিন ধরে এলাকায় জল জমে রয়েছে। ঘরে ঘরে জল ঢুকছে। কিছু মানুষ এখনও এখানে রয়েছে, কেউ কেউ অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এদিকে, রবিবার সকালে দেখা যায় উত্তর প্রদেশের কানপুরে জলস্তর বাড়ছে গন্দা নদীরও।

ভারতে ৪০-এ পৌঁছল দৈনিক সংক্রমণ

আরোগ্যের হার উর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৫০-এর নীচেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪০ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৬৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৬১,৯১৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৮৮৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৯,৯৫,২৬৪। বিগত ২৪ ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৩৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৫০,৬৮৭ জন। ইন্ডিয়ান কৌউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪১,১২৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাটম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ফিফা ক্রমতালিয়ায় আরও উঠে এল ভারতীয় ফুটবল দল, এই মুহূর্তে স্থান ৯৯ নম্বরে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ফিফা ক্রমতালিয়ায় আরও উঠে এল ভারতীয় ফুটবল দল। ইন্টারন্যাটিনেন্টাল কাপ ও সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই বছর সুনীল ছত্‌রীর দল। এবার তারই পুরস্কার পেলে ভারতীয় ফুটবল দল। শুক্রবার জেমতালিয়ায় প্রথম একশের পরভের চুকে পড়ল তারা। এই মুহূর্তে ভারতের স্থান ৯৯ নম্বরে। ভারতের সেরা রাষ্ট্রদূত হল ১৯৯৬ সালে ৯৪। অর্থাৎ আর মাত্র ৫ ধাপ এগালেই তা ছুঁয়ে ফেলবে সুনীলের দল। ১৯৯৬ সালে ৯৯ নম্বর রাষ্ট্রদ্বয়ে পৌঁছেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ৯৬ নম্বরে পৌঁছেছিল ভারতীয় ফুটবল দল।

ইমফল সফরে দিল্লির মহিলা কমিশন-প্রধান স্বাতি মালিওয়াল

ইমফল, ২৩ জুলাই : ইমফল এসে পৌছেছেন দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতি মালিওয়াল। এখানে তিনি সহিংসতার বলি নির্ধাতিতা যুবতী ও মহিলাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আজ রবিবার সকালে ইমফল বিমানবন্দরে অবতরণ করে দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতি মালিওয়াল মণিপুর সরকারের বিরুদ্ধে এক রাশ অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, মণিপুর সরকার তাঁকে রাজ্য আসতে অনুমতি দেয়নি। এছাড়া যৌন সহিংসতার শিকার মহিলাদের সাথে যোগাযোগ করারও অনুমতি দিতে চায়নি সরকার। মালিওয়াল বলেন,

দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর ফেরা অতিক্রম করল বিপদসীমা, পৌঁছে গেল ২০৫.৮১ মিটারে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃকখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমে যাচ্ছে। রাজধানী দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তরের ওঠানামা লেগেই রয়েছে। রবিবার সকালে ফের বিপদসীমার গন্ডি অতিক্রম করল যমুনার জলস্তর। এদিন সকাল সাটটা নাগাদ বিপদসীমার গন্ডি অতিক্রম করে ২০৫.৮১ মিটারে পৌঁছে যায় যমুনা নদীর জলস্তর। যমুনার জলস্তর বাড়তেই ফের চিন্তায় দিল্লি প্রশাসন।রবিবার সকাল থেকে নতুন করে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে যমুনা নদীর, প্রথমে বিপদসীমা অতিক্রম করে ২০৫.৭৫ মিটারে পৌঁছে যায় যমুনার জলস্তর। পরে তা আরও বেড়ে সকাল সাটটা নাগাদ ২০৫.৮১ মিটারে পৌঁছে গিয়েছে। যমুনার জলস্তর বৃদ্ধির ফলে ও বন্যা পরিস্থিতির কারণে এখনও বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। কবে নিজস্ব বাড়ি ফিরতে পারবেন সেই অপেক্ষায় সবাই।

সিকল সেল রোগ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি,২৩জুলাইঃসিকল সেল রোগ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ । এটি এমন এক জিনগত অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা বিকৃত হয়ে কাপেরে মতো আকার ধারণ করে । এই রোগটি সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় । এর ফলে তাদের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে । তাই সময় মতো এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা একটি আবশ্যক । পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেমন জোরদার প্রয়াস চালায়নি । তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশ যেখানে এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এরসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । দেশ থেকে সিকল সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৬-২৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘ সেল অ্যানিমিয়া’ এরকম জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।মানবদেহে সিকল সেল রোগ দুভাবে থাকতে পারে। এরমধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তিরও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা করতে পারেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায় । দেশের ১৬টি রাজ্য

রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি । চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকোপ রয়েছে।সিকল সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যাথা, ক্লান্তি, রক্তাক্ততা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে । সিকল সেল জনিত রক্তাক্ততা দূর করার জন্য দুধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় । প্রথম পন্থাটি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সন্ধ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায় । দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয় । সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।সিকল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরের বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে । তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব । রাজ্যগুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য

হস্তান্তর করতে চাইতো না। এখন আমরা নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলিতে তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কাজ ভারিছি, যা অত্যন্ত ইতিবাচক। মুম্বাই ভিত্তিক এই সংস্থাটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ পরিচালনা করার কৌশল নিয়ে কাজ করছে। আগামী দিনগুলিতে এরা পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন চালাবে। কক্ষপথে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহের জ্বালানী তরল জন্য এই সংস্থা একটি জ্বালানী কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপগ্রহের অকেজো হয়ে পড়ার সমস্যা দূর হবো।ভারতীয় মহাকাশ সংগঠনের মহানির্দেশক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এ কে ভাট বলেন, মহাকাশ ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রযুক্তিকে দু-ভাবে কাজে লাগানো যায়। এর মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করে তোলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।গত নভেম্বরে হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক স্কাইরক্ট অ্যারোস্পেস বিক্রম – এস রকেট উক্ষেপন করে মহাকাশ জগতে নতুন এক ইতিহাস রচনা করেছে। চার বছর আগে গড়ে ওঠা এই সংস্থা ভারতে প্রথম বেসরকারীভাবে মহাকাশে রকেট পাঠানোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা



মণিপুরে সংগঠিত জাতিগত সহিংসতা গোটা দেশকে কাঁপিয়ে

প্রধানমন্ত্রীর সকাসে শিঙে ও তাঁর পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিঙে ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। গত শনিবার দিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন একনাথ শিঙে ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তাঁরা।প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিঙে বলেছেন, আমার পরিবার এবং আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমাদের অনেক সময় দিয়েছেন এবং আমি এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই সবের মধ্যে, আমরা বৃষ্টি পরিস্থিতি, রায়গড়ে র ঘটনা, রাজ্যে চলমান প্রকল্প এবং মুম্বইয়ের পুনর্নবীকরণ প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী মানুষকে বাড়ি দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে। বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা। চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় আর্টকান্ড প্রদান করা হবে। এরফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা।এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সচেতনতাব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সিকল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পর তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, চিকিসা ও ওষুধ, অন্যান্য রোগের জন্য টিকাদান, খাদ্য তালিকাগত সহায়তা এবং পরামর্শদান পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে।এই রোগ মোকাবিলায় সরকার পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে, সেইহা এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো

সংস্থার প্রাভুত্বন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা স্কাইরক্ট সংস্থাকে গড়ে তোলেন। বর্তমানে এখানে তৈরি করছেন বিক্রম সিরিঙ্গের রকেট তৈরি করা হচ্ছে, যার সাহায্যে ছোট আকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহকে তার কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে।ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন সেন্টার বা ইন-স্পেস চেয়ারম্যান পবন গোয়েঙ্কা জানান, বেসরকারী সংস্থাগুলি যে কাজ করছে, তা ইসরোর থেকে আলাদা। স্কাইরক্ট এবং অগ্নিকুল উক্ষেপন সংক্রান্ত যে ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছে, তার মনে নতুনত্ব আছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত আধুনিকগত বছর চোম্বই ভিত্তিক অগ্নিকুল কসমন, শ্রীহরিকোট্টার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে তার নিজস্ব লক্ষ্যপ্যাড তৈরি করেছে। ইসরো এখন থেকে বিভিন্ন রকেট ও মহাকাশযান উৎক্ষেপন করছে।মহাকাশ প্রযুক্তি এবং মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদা ভারতে খুব কম থাকায় দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এখন তাদের পণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে যাচ্ছে। গোয়েঙ্কা বলেন, এই সব সংস্থাগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে। সরকারী সংস্থাগুলির থেকেও এই সব সংস্থা বিভিন্ন কাজের বরাত

সহায়তা প্রদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। স্বাতি মালিওয়াল বলেন, দুঃখজনক ভিডিও দেখে সংঘর্ষ-বিধ্বস্ত মণিপুরে এসে পীড়িতদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গত ২১ জুলাই মণিপুর সরকারের সাথে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু এমহূর্তে আইন-শৃঙ্খলাজনিত কারণে তাঁকে মণিপুরে আসার অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল। এর পর তিনি আবার যোগাযোগ করার পর আজ ২৩ জুলাই মণিপুর আসতে অনুমতি দিয়েছিল সরকার। আজ তিনি ইমফলে কয়েকটি মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে তাদের

জলজীবন মিশনের অধীনে গ্রামীণ পরিবারগুলিতে ১২.৬০ কোটিরও বেশি নল সংযোগ দেওয়া হয়েছেঃ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত



নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই :কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়া গত শনিবার নতুন দিল্লিতে ‘ ওয়াশ পার্টনারস ফোরামের’ দু’দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, জল জীবন মিশনের আওতায় গ্রামীণ পরিবারগুলিতে ১২ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি নল সংযোগ দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আরও বলেন, সরকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ বাড়িতে নিশ্চিতভাবে করলে জল সরবরাহ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মিশনটি ঘোষণা করেছিলেন।

বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই রাজস্থানে ন্যূনতম আয়ের বিল আনা হয়েছেঃমায়াবতী



লখনউ, ২৩ জুলাইঃরাজস্থানের অশোক গেহলট সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। রবিবার কটাক্ষ করে মায়াবতী বলেছেন, রাজস্থান সরকার দ্বারা পাস হওয়া ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত আয় বিল বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে আনা হয়েছে।গত শুক্রবার রাজস্থানের জন্য একটি কল্যাণ প্যাকেজের অংশ হিসাবে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ন্যূনতম গ্যারান্টিযুক্ত আয় প্রদানের জন্য একটি বিল পাস করেছে রাজস্থান বিধানসভা। এই বিলের সমালোচনা করে রবিবার মায়াবতী বলেছেন, গেহলট সরকার গোটা মোঘাদ জুড়ে ‘কুস্তকর্ষ’-এর মতো ঘুমিয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উত্থান-পতনে জড়িয়ে পড়েছিল, অন্যথায় জনকল্যাণ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পশ্চাদপদতা সম্পর্কিত অনেক কাজ সরকার জনস্বার্থে আরও আগে শুরু করতে পারত। মায়াবতী জোর দিয়ে বলেন, বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই রাজস্থানে ন্যূনতম আয়ের বিল আনা হয়েছে।

প্রতিকূল আবহাওয়াতেও চলছে সন্ধান চতুর্থদিনে পড়ল উদ্ধারকাজ, রায়গড়ে এখনও নিখোঁজ বহু

রায়গড়, ২৩ জুলাইঃমহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ভূমিধস কবলিত এলাকায় রবিবার চতুর্থ দিনে পড়ল তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ। প্রবল বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রের খবর, এখনও কমপক্ষে ৮০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তবে, প্রবল বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সেখান থেকে জীবিত আর কারও উদ্ধারের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার ইরশালবাদী নম্বের হাটে গ্রামটির জনজীবনে বৃধবার রাত থেকে কার্যত নেমে এসেছিল হাহাকার। ধসে চাপা পড়ে গ্রামের ৪৮টি বাড়ির মধ্যে ১৭টি। লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যয় আরও বেড়েছে। বৃধবার শেষ রাতে হাটা ভূমিধসে প্রায় নিশিহ্ন হয়ে যাওয়া ইরশালবাদী গ্রামে প্রায় সাত সপ্তে সপ্তেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। যে জায়গায় ধস নেমেছিল, সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত ২৭টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় শনিবার স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তল্লাশি স্থগিত রাখা হয়। রবিবার সকাল থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

রাশিয়ার বিরোধী নেতা নাভালনির আরও ২০ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন

মস্কো, ২৩ জুলাই : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমালোচক ও বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির আরও ২০ বছরের কারাদণ্ডের আবেদন । নাভালনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযোগে ১১ বছরের বেশি জেলে কাটানোর পরও এই আবেদন করেছেন দেশটির সরকারি আইনজীবীরা। তিনি বারবার বলেছেন, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা আনা হয়েছে। এবারও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি উগ্রপন্থার সমর্থক। আগামী ৪ আগস্ট আদালত এ বিষয়ে রায় ঘোষণা করবেন।নাভালনির রাজনৈতিক বন্ধু ইভান বাভানভ জানিয়েছেন, রাশিয়ার সরকারি আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, নাভালনির যেন আরও ২০ বছর জেল হয়। কারণ, তিনি উগ্রপন্থাকে উসকানি দেন, এর জন্য অর্থসাহায্য করেন। নাভালনি ও তাঁর সঙ্গীদের দাবি, আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই শাস্তি চেয়েছেন সরকারি আইনজীবী।নাভালনি বলেছেন, রাশিয়া গরিব মানুষদের হয় কাদার বা রক্তের পুকুরে ফেলে দিচ্ছে। তাদের হাত-পা ভাঙছে। লোথো মানুষ মারা যাচ্ছেন। একশু শতকের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও চেনোহীন লড়াই চলছে।এদিকে ক্রেমলিনের দাবি, তারা এই মামলা নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করছে না। আদালত যা ঠিক করবেন তাই হবে।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন



সোমানাথ গোপ, পুর্কলিয়াঃ- সাঁওতালডিহি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেইন গেটে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়, রবিবার বেলা ১০টা সময়, কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের জেলা সভাপতি সুশান্ত মাহাতো,সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ মজদুর মহা সঙ্ঘ এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও সাঁওতালডিহি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ইউনিট সম্পাদক রাজেশ কুমার শ্রীবাস্তব, ঠিকাদার শ্রমিক ইউনয়নের সভাপতি গোপাল চৌধুরী সহ নেতৃত্ব, সংগঠনটির পতাকা উত্তোলনের পর ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ কেন প্রতিষ্ঠা হয়, এই সংগঠনের উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পুর্কলিয়া বেলা সভাপতি সুশান্ত মাহাতোজানান, বিএমএসের সদস্যরা ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কর্মচারীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,২৪জুলাইঃরবিবার, ৭শ্রাবণ মাস ১৪৩৬ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫২১২৩, সৌরঃ ৭ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৭ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবিজি়া রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৬ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিত্তিঃযোগঃঅতিগম্য অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৬ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩৮ পর্যন্ত কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৫ঃ০৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালাবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালারাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ৫১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত গ্রহযক্ষুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ১৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃস্বঃ ২২১৫ঃ৫০ (৭) ১ পদঃস্বঃ ৯২৭৫ঃ৫৯ (২৬) ২ পদঃস্বঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবহুঃস্টিঃ ১০২৯ঃ৯২২২ (২৫) ৬ পদঃস্বঃ ১০৮১ঃ৬ (২৪) ১ পদঃস্বঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭ঃ৫৩ (৩) ২ পদঃকৃত্তঃ ৭২২৭ঃ৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলা। আশ্বেিকি অর্ধ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জিয়ার-সকাল ৯ট ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেঘরাশিঃঅনাক্ষিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। নিজেকে শারীরিক করতে বাস্তু রাখতে চেষ্টা করুন কারণ খালি মস্তিষ্কই হল শয়তানের কর্মশালা। বিবাহের যোগ হবে। বৃষভ রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে মিথুন রাশিঃবিদেশে যাত্রা শুভ। কর্কট রাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিৎসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক। সিংহ রাশিঃপিকছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অন্তর্গত দিতে পারে। শুভ দিন হবে কন্যা রাশিঃসর্বক থধুন যেহেতু আজকের দিনে বৃহস্পতি হারানো অত্যন্ত সম্ভবপর। সংসারে শান্তি তুলে রাশিঃবারি চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। আপনি আজ থেকে ভাল অর্থ উপার্জন হবে বৃশ্চিক রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়াতে আপনাকে ভরমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। বিবাহের যোগ হতে পারে ধনু রাশিঃআপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। শুভদিন মকর রাশিঃ স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। সংসারে শান্তি। কুর্ন্ত রাশিঃআজ আপনাকে বিভিন্ন উদ্ভেজনা এবং মতভেদের সামান্য করিতে হতে পারে যা আপনি অন্তর্গতের দিকে উভুক্ত বোধ

মীন রাশিঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে সন্তুষ্ট হতে চান। আজকার রবার চেষ্টা করুন, বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থান উন্নত হবে। কোন বন্ধু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার উপস্থানে চাইতে পারে আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাথে সাক্ষা ককায় মেনে

নেশার টাকা জোগাড়ে কোলের সন্তানকে বিক্রি! পানিহাটিতে গ্রেপ্তার হলেন দম্পতি

দূরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২৬ জুলাই : নেশায় বৃন্দ বাবা-মা। সেই টাকা জোগাড় করতে দুধের শিশুকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পানিহাটির এক দম্পতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেতেই দম্পতি-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে কত টাকার বিনিময় শিশুটিকে কার কাছে বিক্রি করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। এর পিছনে শিশু পাচার চক্র যুক্ত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধীনগর অঞ্চলে নিজের ছ’মাসের শিশুপুত্রকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাবা ও মায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র শনিবার রাতে খড়দহ থানার পুলিশ

গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত বাবা জয়দেব চৌধুরী, মা সাথী চৌধুরী এবং শিশুটির ঠাকুরদা কানাই চৌধুরীকে। তবে এখনও শিশুটিকে

উদ্ধার করা যায়নি। স্থানীয় বাসিঃ দাসের অভিযোগ, শিশুটির বাবা-মা দিনতর নেশায় বৃন্দ হয়ে থাকতেন। বহু ছেলে মেয়ে প্রতিনিদি তাদের বাড়িতে আসত। সেখানে

শ্রাবণের ধারাপাতে স্বস্তির আমেজ মহানগরীতে, জোরালো বৃষ্টি দেখা নেই

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই : বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজেই চলেছে কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলি। কখনও টিপিটিপ করে বৃষ্টি, আবার কখনও বাম্বুমিয়ে- শ্রাবণের বর্ষণ চলছে বিভিন্ন জেলাতেও। আবার রোদও উঠছে মাঝেমধ্যেই। এই পরিস্থিতিতে আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাসই জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় বর্ষার বৃষ্টি চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত সে ভাবে জোরালো বর্ষণ দেখেনি কলকাতা। আবার, বৃষ্টি হলেও গত কয়েক দিনে শহরে অস্বস্তি বজায় ছিল। অপরশে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার বদল ঘটেছে। মাঝে মাঝেই কালো মেঘে ঢাকছে শহরের আকাশ। নামছে শ্রাবণের ধারাপাতে। রবিবার কলকাতার সর্বক্ষেত্র তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

পুলিশী নিরাপত্তায় রবিবার জয়নগরে জয়েন্ট এন্টার্সের পরীক্ষা হল

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৬ জুলাই : ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্টার্স পরীক্ষা ২০২৬ এর অধীন এ এন এম ও জে এনএম বিভাগের নার্সিং এর পরীক্ষা হয়ে গেল রবিবার জয়নগর মজিলপুর এ কে ডি বি বিদ্যাপীঠ স্কুলে। আশে পাশের এলাকা থেকে বহু ছত্র ছাত্রীরা এদিন এই পরীক্ষায় বসেন। কাা পুলিশী নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এদিন এই পরীক্ষা কেন্দ্র ঘিরে রাখা হয়েছিল। এদিন এই পরীক্ষা কেন্দ্রে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের সিট পরলেও ২৪৮ জন এদিন এই পরীক্ষা কেন্দ্রে এই পরীক্ষায় বসেন বলে স্কুল সূত্রে জানা গেল।এদিন জয়নগর পি সি পাল স্কুলে, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনে ও এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কাা পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।আর এদিন এই পরীক্ষা দিয়ে খুশি পরীক্ষার্থীরা।

নোয়াপাড়া-বিমনবন্দর মেট্রো প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের নির্মাণ কাজ চলছে

কলকাতা,২৬ জুলাই : শহরের বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। শ্রী পি উদয় কুমার রোড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে



ক্রমাগত বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাদের দ্রুত সমাপ্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পের সাইটগুলি পরিদর্শন করছেন। নোয়াপাড়া-বারাসাত হয়ে বিমানবন্দর প্রকল্প, দ্বিতীয় ধাপের কাজ চলছে চরিক্ষ ঘণ্টা। যদিও অপারেশনাল এলাকার মধ্যে ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জমি হস্তান্তরের বিলম্ব, এবার ফানেল জোনে উচ্চতা সীমাবদ্ধতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ কর্পোরেশন লিমিটেডের ৩৬ কেভিএ তারের স্থানান্তর এবং একাধিক প্রসারিত জাতীয় সড়ক-১২-এই ট্রাফিকের ভাইভারশন ইত্যাদির মতো কিছু সমস্যা রয়েছে যা এখনও এই বিভার্ভ স্টেশনটির প্রকল্পের কাজ-প্রকল্পের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। নিউ ব্যারাকপুর পর্যন্ত চলছে। ১১.০৭.২০২৬ তারিখে NH-১২ এর কাছে জনাকীর্ণ বাঁকড়া মোড়ে পাইল ঢালাইয়ের একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পাইলটি ঢালাই করার জন্য, ৩৫-মিটার উচ্চ হাইড্রোলিক রিগের সাহায্যে প্রথমে ৫৫-মিটার গভীর বোরিং করা হয়েছিল। এরপর ২.২১ মট্টিক টন রিইনফোর্সমেন্ট খাঁচা নামানো হয় এবং ৩৫ মিটার উচ্চ ট্রেনের সাহায্যে ১.২ মিটার ব্যাস এবং ৫৫ মিটার গভীর স্তূপটি নির্মাণের জন্য ৪৪ ঘনমিটার কংক্রিট ঢালাই করা হয়। এই কাজটি ১৮.০৭.২০২৬ তারিখে সকাল ১০,০০ টায় শুরু হয় এবং ১১.০৭.২০২৬ তারিখে ১০,০০ টায় শেষ হয়। অত্যন্ত ব্যস্ত বাঁকড়া মোড়ে এই পাইল নির্মাণ ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। সুস্বন্দ পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে এটি সূচরুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরো নির্মাণ কাজের সময় ব্যস্ত জাতীয় সড়ক ১২-এ মসৃণ ট্রাফিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে ট্রাফিক মার্শালদের মোতায়েন করা হয়েছিল। শ্রী কৌসিক মিত্র, সিপিআরও, মেট্রো রেলওয়ে এই স্বপ্নের মেট্রো প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন যা শহরের বিমানবন্দরকে স্পর্শ করবে।

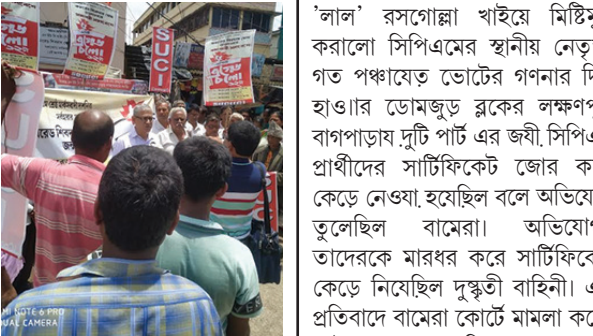
হুগলির গুপ্তিপাড়ায় পঞ্চায়েত অফিসে আটকে পড়েছিল সারমেয়

বনস্পতি দে, গুপ্তিপাড়া,২৬ জুলাই : হুগলির গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান বিশ্বজি নাগ। তাঁর কাছে শনিবার রাত্রিবেলা একটি ফোন আসে পঞ্চায়েত অফিসের ল্যান্ড লাইন নম্বর থেকে। পঞ্চায়েত অফিসে আটকে পড়েছিল সারমেয়া। কীভাবে বেরবে বুঝতে পারছিল না। শেষে ফোন করে নিজেকে উদ্ধার করতে বলল ওই সারমেয়া। হ্যাঁ! ঠিকই পড়েছিল। সারমেয়ই ফোন করে নিজেকে উদ্ধার করার আর্জি জানিয়েছে। হুগলির গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান বিশ্বজি নাগ। তাঁর কাছে শনিবার রাত্রিবেলা একটি ফোন আসে পঞ্চায়েত অফিসের ল্যান্ড লাইন নম্বর থেকে। এ দিকে, ফোন নম্বর দেখে একটু অবাকই হন বিশ্বজিবাণু। ফোন রিসিভ করে দু’তিনবার হাসলো বলেন।। তবে কোনও আওয়াজ পাননি তিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটি সারমেয়ার কান্না ভেসে আসে। প্রথমে কিছু বুঝতেই পারেননি বিশ্বজি। পরে ব্যাপারটা কী তলিয়ে দেখতে ফোন করে পানেন। ফোনের আরও পর প্রান্ত থেকে তখন একনাগারে ভেউভেউ স্বরে সারমেয়াটি কান্নাকাটি করছে। লোকজন ভেকে বিশ্বজিবাণু পট্টেছে যান পঞ্চায়েত অফিসে।

অসামাজিক কাজকর্ম চলত। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁরা এই অসামাজিক কাজ বন্ধ করেনি। তারপরই টাকার জন্য শিশুটিকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তারক গুহ জানিয়েছেন, শনিবার রাতে জয়দেব নিজের মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেই নিয়ে অশান্তি বাঁধে। তারপর বিষয়টি জানাজানি হয়। তিনি আরও জানান, কিছুদিন ধরেই শিশুটির খোঁজ মিলছিল না। বারবার জিজ্ঞেস করলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন শিশুটি তার দিদিমার কাছে আছে। এখন জানা গিয়েছে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে, দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির আবেদন জানিয়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

এস ইউ সি আই এর উদ্যোগে রায়দীঘিতে মিছিল

দূরন্ত বার্তা,রায়দিঘি, ২৬ জুলাই : এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট মার্জ্বাবী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উদযান উলক্ষে গত একবছরে (৫



আগষ্ট ২০২২- ৫ আগষ্ট ২০২৬) সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত করছে এস ইউ সি আই দল। এই কর্মসূচী শেষ হবে আগামী ৫ আগষ্ট ব্রিগেড ময়দানে বিশাল সমাপনী সমাবেশের মধ্য দিয়ে। আর এই অনুষ্ঠান কে সফল করতে রবিবার রায়দিঘী বাজারে এস ইউ সি আই সি দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটবুরোর অন্যতম সদস্য চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য এর নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত মিছিল রায়দিঘী ব্রিজ, রায়দিঘী গোলপার্ক, কাছারি মোড় পরিক্রমা করে। এদিনের এই মিছিলে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই এর জেলা সম্পাদক মাদার নন্দ্বর,বিশ্রুখা সরদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এদিন রায়দিঘীতে রাজ্য সম্পাদক বলেন, আগামী ৫ ই আগষ্ট বিশিষ্ট মার্জ্বাবাদী চিন্তানায়ক,এস ইউ আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষে ব্রিগেড ময়দান সম্পূর্ণ ভরে যাবে। দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ এ সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জন। বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং পুর্জিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে এই সমাবেশ দেশের মানুষ কে ভরসা জোগাবে।আর এদিন এই অনুষ্ঠানে বহু এস ইউ সি আই কর্মী সমর্থক হাজির ছিলো রায়দিঘীতে।

এবারে পর্যাণ্ড বৃষ্টি না হওয়ায় চিন্তায় চাষীরা, সমাধানের সূত্র জানালেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞানীরা

দূরন্ত বার্ত, জয়নগর, ২৬ জুলাই : শ্রান্ন মাস চাচ্ছে অথচ সেভাবে বৃষ্টি নেই। কৃষকরা কিভাবে চাষ



করবে সে নিয়ে চরম দৃশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে বেশ ঝড়। নিন্দা ধরে বৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু সেই বৃষ্টির জল মাঠে দাঁড়ায়নি।শ্রাবন মাসের শুরু থেকে কর্মশক্তি করে বৃষ্টি হলেও তা চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়।জমিতে

পরিমাণে জলের প্রযোজ্য হয়। আর সেই পরিমাণ জল নেই এবারে। কান চাষীদের সেচের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করে তবেই বীজ রোপন করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা।

তাে এভাবে বেশি পয়সা খরচ করে চাষ করলে কিভাবে লাভ

থেকে লিলুয়া ফ্লাইওডার ব্রিজ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই কয়েকজন দুষ্কৃতি তাঁর গাড়ি আটকায়। এরপর তারা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকি দিতে থাকে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন লিলুয়া থানার পুলিশ। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাও়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন তিনি। এদিকে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে মালুপ অবস্থায় কোনও বিষয় নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে অশান্তি হয়। সেই অশান্তির জেরেই মারপিট হয়েছে। এই ব্যাপারে অভিযোগ এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

জনগণকে শুভেচ্ছা জানাতে ডোমজুড়ে ‘লাল’ রসগোল্লা খাইয়ে মিষ্টিমুখ করালো সিপিএম

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ জুলাই : জনগণকে পঞ্চায়েতের লক্ষণপুর বাগপাড়ায়, স্থানীয় জিতেছিলাম। কিন্তু গণনাকেষ্ট্রে আমার থেকে



কৃতজ্ঞতা জানাতে ‘লাল’ রসগোল্লা খাইয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। সিপিএমের লক্ষণপুর পার্ট এর প্রার্থী শ্রীকুমার নন্দ্বর বলেন, আমি

ব্যাগে ৪০ রাউন্ড গুলি, পিস্তল! হাবড়ায় গ্রেপ্তার বিজেপির দুই পরাজিত প্রার্থী

দূরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৬ জুলাই : আগ্রোয়ান্ত্র-সহ গ্রেপ্তার বিজেপির দুই পরাজিত প্রার্থী। শনিবার রাতে বাইকে চেপে ব্যাগ ভর্তি আগ্রোয়ান্ত্র পাচারে বেরিয়ে হাতেনামতে ধরা পড়ে দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মছন্দপুর এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ষড়যন্ত্র করে বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তির নাম বাসুদেব চক্রবর্তী (৪১), বিক্রম ঠাকুর (২৬)। দুজনই অশোকনগর থানার অন্তর্গত সেনডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে বাইকে চেপে প্রায় ৪০ রাউন্ড গুলি নিয়ে গোবরডাঙ্গা থানার প্রতাপনগর এলাকায় আসেন তাঁরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মসলন্দপুর ফাঁড়ির পুলিশ ওই দুজনকে আটক করে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৪০ রাউন্ড গুলি এবং ১৫টি সেডেন এমএম পিস্তল উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, দুজনেই নাকি

পুলিশি জেবার মুখে টাকার বিনিময়ে গুলি বিক্রির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। ধৃতদের

মঙ্গলাহাটের ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে হবে ঃ কংগ্রেস

দূরন্ত বার্তা, ২৬ জুলাই : অবিলম্বে হাওড়ার মঙ্গলাহাটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। রবিবার এই দাবি তুললো প্রদেশ কংগ্রেস জেলা নেতৃত্ব। সোমবার থেকেই হাওড়ার পোড়া মঙ্গলাহাটেও ব্যবসা শুরু হোক বলে দাবি তুলেছে তারা। অন্যদিকে, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা এদিনও দাবি তোলেন তাঁরা ঋণ চান না। তাঁর চান ব্যবসা শুরুর জন্য অনুদান দিক রাজ্য সরকার। রবিবার দুপুরে হাও়ার মঙ্গলাহাটের পোড়া হাট পরিদর্শনে আসেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সভাপতি পলাশ ভান্ডারী। তিনি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, একশ্রেণির মানুষেরে লক্ষ্য এই হাট চক্রান্ত করে বন্ধ করতে হবে এবং শেষ করতে হবে। এখানে প্রায় ৬ হাজার ব্যবসায়ী। প্রায় দো মাস বাদে পুজে। এই অবস্থায় এরা এখন কোথায় যাবেন ? তদন্ত ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা করবে। এই অবস্থায় হাটের ব্যবসায়ীদের ত্রিপল টাঙ্কিয়ে হলেও বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জন্য যা ক্ষতি হয়েছে তা কে পূরণ করবে? আমাদের প্রশ্ন কেন দমকল সময়মতো আসেনি। তাহলে ক্ষতি অনেকটাই কম হত। হাট বাঁচানোর লক্ষ্য থাকা উচিি। শতাব্দী প্রাচীন এই হাটে এই প্রথম নয়, এর আগেও এখানে আগুন লাগানো হয়েছে। বুদ্ধি ও চক্রান্ত করে এই কাজ করা হয়েছে। বাংলায় প্রমোটর চক্র ছাা আর কিছু নেই। আমাদের দাবি, অবিলম্বে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং সোমবার থেকে হাট চালু করতে হবে। হাট ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যাতে নিজেদের উত্তরাধিকার বুকে নেন। ব্যবসায়ীরা লড়াই করুক। কংগ্রেস সঙ্গে থাকবে। এখানে এদের রুজি ফুটির প্রশ্ন। এখানে কোনও রাজনীতি নেই। ব্যবসায়ীরা নিজদের ন্যায় অধিকার ফিরে পাক। সোমবার থেকে ব্যবসা শুরু করুক এটাই আমাদের দাবি। অন্যদিকে, এদিন হাওড়া পোড়া হাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দত্ত জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। উনি আমাদের ৫ লক্ষ টাকা ঋণের কথা বলে গিয়েছেন। আমাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঋণ নয় অনুদান হিসেবে যা দেওয়া হবে তাই নেব। মুখ্যমন্ত্রী এখানের বিরুদ্ধ হিসেবে সাঁতরাগাছির কথা বলেছেন। আমরা সাঁতরাগাছিতে যেতে চাইনা। আমরা এখানে বংশপরম্পরায় ব্যবসা করছি। এখানেই ব্যবসা করব। এই হাটের জমির এক দখলদার প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে রঙবাঁজি করছেন। বর্তমানে এখানে কোনও মালিক নেই। গাফিলতির দায় তাঁরই। এখানে ইচ্ছে করে আগুন লাগানো হয়েছে। দমকলের বলেছে এখানে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে। ভেতরে কেরোসিন তেলের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। এই চক্রান্তের ঘটনায় যুক্ত যারা তাদের কর্তারতম শাস্তির দাবি করছি।

আমরা জানি আদালতের রায় আমাদের পক্ষেই যাবে। আগামী ২ তারিখের শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। সেখানে বিডিওকে সমস্ত ফুটেজ তথ্য প্রমাণ সহ জমা দিতে বলা হয়েছে। আমরা গ্রামবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আজ রাস্তায় নেমেছি। সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন করেছেন। মানুষ আমাদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। তাই আমরা এই অভিবাদন কর্মসূচি নিয়েছি। সিপিএমের ডোমজুড়ে পূর্ব এরিয়া কমিটির সদস্য সুশান্ত ঘোষ বলেন, আমাদের জমী প্রার্থীদের জোর করে হারানোর চেষ্টা হয়েছে। মানুষ যেহেতু আমাদের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেছেন তাই তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে আমরা

আজকে এই অভিনব কর্মসূচি নিয়েছি। দলের পতাকার রঙে ‘লাল’ মিষ্টি খাইয়ে সকলকে মিষ্টিমুখ করছিছ।

শ্রাবণী মেলার জন্য আরও বিশেষ ট্রেন

রবিবার বারাসত আদালতে তোলা হয়। প্রসঙ্গত, ধৃত বাসুদেব চক্রবর্তী হাবড়া ২ নম্বর ব্লকের ৫ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী ছিলেন। আর বিক্রম ঠাকুর ভূরকুড়া পঞ্চায়েতের ৩২ নম্বর বুথের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী ছিলেন। যদিও দুজনই পরাজিত হয়েছেন। বিজেপির বারাসত সাংগাঠনিক জেলার সভাপতি তাপস মিত্রর অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটে সেনডাঙ্গা এলাকায় বেশ খারাপ ফল হয়েছে তৃণমূলের। সেই কারণেই প্রতিশোধ নিতে পুলিশকে দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। বাসুদেবের নিরাপত্তা সংস্থা রয়েছে। তাঁর কাছে বন্দুক, গুলি রাখার অনুমতি রয়েছে। লাইসেন্স আছে। বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে তৃণমূল এসব করাকে বিক্রমকে ফাঁসানো হয়েছে। যদিও রাজ্যের শাসকদলের তরফে অভিযোগ উড়িয়ে দাবি, আইন আইনের পথে চলবে।

শ্রাবণী মেলার জন্য আরও বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২৬ জুলাই : শ্রাবণী মেলা হল একটি শুভ তীর্থ যা দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তকে আকর্ষণ করে। পবিত্র শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত এই বিশাল সমারোশটি হল শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের তাপার্ণ স্বীকার করে এবং ভক্তদের সহজে চলাচলের সুবিধার্থে, রেলওয়ে সহরস্যা এবং দেওঘরের মধ্যে চল্লিশটি (৪০) জোড়া শ্রাবণী মেলা বিশেষ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৫৫২১ দেওঘর - সহরসা শ্রাবণী মেলা স্পেশাল দেওঘর থেকে ২৬.০৭.২০২৬ থেকে ৩১.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (৪০ ট্রিপ) প্রতিদিন ১৩,১০ টায় সহরসা পৌছাবে এবং একই দিনে ১৯,৪৫ টায় সহরসা পট্টেছবে এবং ০৫৫২২ সহরসা থেকে প্রতিদিন স্পেশাল ছাড়বে ২৬.০৭.২০২৬ থেকে ৩১.০৮.২০২৬ (৪০ ট্রিপ) একই দিনে ১২,৪৫ টায় দেওঘর পৌঁছানোর জন্য। ট্রেনটি উভয় দিকে পূর্ব রেলের এখতিয়ারে মুন্সের, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর, বারাহাট এবং বাঞ্চা স্টেশনে থামবে।

যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, এল্কিউটিভ লাউঞ্জ, ব্যবসায়িক সভা-সমিতির জন্য মনোনীত স্থান, ল্যান্ডস্কাপিং ইত্যাদি সুবিধার উন্নতির জন্য মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তুতি এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলির বাস্তবায়ন রয়েছে।এই স্কিমটির মধ্যে ভবনের উন্নতি, স্টেশনকে শহরের উভয় পাশে একীভূত করা, মাল্টিমোডাল ইন্টিগ্রেশন, দিব্যাজ্ঞনদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, স্থায়ী এবং পরিশেষে

বান্ধব সমাধান, ব্যালাস্টলেস ট্রাকের ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুসারে ‘রুফ গ্লাজ’, পর্যায়ক্রমে এবং সম্ভাব্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদে স্টেশনে সিটি সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর আগে মডেল স্টেশন স্কিমটি ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সেই স্কিমের অধীনে ভারতীয় রেলওয়েতে ৫৯৪টি স্টেশন আপগ্রেডেশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩৪ সংখ্যা, সোমবার, ৭ শ্রাবণ , ১৪৩০

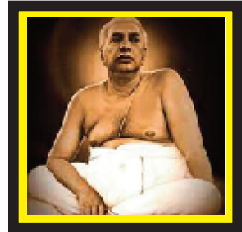
লোকসভার ভোটের প্রস্তুতি

এবারে আগামি লোকসভার ভোটের প্রস্তুতি করতে শুরু করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের জেলাশাসক এবং জেলাস্তরের নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন কমিশনের কর্তারা। প্রাথমিকভাবে ইলেকট্রনিক ভোটন্ত্রের (ইভিভিএম-ভিভিপ্যাট) প্রশিক্ষণ এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত ইলেকট্রনিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাবে পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। অতীতে ইভিএম মেশিন নিয়ে বিস্তার অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতারা। এদিকে কমিশন থেকে বলা হয়েছে যে গত বিধানসভার নির্বাচন থেকে শুরু হয়েছে অত্যাধুনিক ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা। ফর ফলে একজন ভোটর কাকে ভোট দিলেন তা অল্প কিছুক্ষরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। সেই প্রমাণ জমা পড়বে যন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে। ভোট গণনার সময়ে ইভিএম মেশিনের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যাবে। নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে আগামি ১৯ আগস্ট আসতে পারেন তিনজন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। তারপরে আসবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি এসেই রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করবেন। কমিশন সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ভোটার তালিকায় এখন নও বহু মত ব্যক্তির নাম রয়ে গিয়েছে। বহু মহিলাদের পিতার এবং ঋগুড় বাড়ি দুই জায়গায় ভোট পরিচয়পত্র রয়েছে। সেই সব ভোট পরিচয়পত্র বের করে তাকে সংশোধন করতে হবে। ১ নভেম্বর থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে। ১ জানুয়ারি ভোটার তালিকা সংশোধন শেষ করা হবে। ৫ জানুয়ারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। রাজ্যে সুধের সংখ্যা ৭৯ হাজার। প্রতি বছরের মতো এবারে ভোটার সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করছে কমিশন। কমিশন মনে করছে যে প্রতিটি বুথে ১৫০০ ভোটার থাকতে পারেন। সেই সংখ্যা প্রতি নির্বাচনে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ফলে চূড়ান্ত ভোটার সংখ্যার নিরিখে বুথ বিভাজনের কাজও করতে হবে। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন যে আইন শৃঙ্খলা ও ভোট ব্যবস্থাপনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হবে। সাদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যেভাবে জলজ্বালা হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আরও বেশি করে সতর্ক হয়েছে কমিশন। কমিশন এখন আর কোনও রকমভাবে হালকা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজি নয়। সবসময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ভোট করতে প্রস্তুত কমিশন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক দলের নেতারা লোকসভার ভোট নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতারা এখন বিজেপি বিরোধী মঞ্চ তৈরি করতে প্রস্তুত। তাদের বিরোধী মঞ্চের নাম হয়েছে ইণ্ডিয়া। এদিকে বিজেপি আগামি লোকসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এনডিএ বৈঠক করেছে। ফলে বর্তমানে ভোট রাজনীতি এখন দুটি শিবিরে পরিণত হল। এনডিএ এবং ইণ্ডিয়া গোটী আগামি লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মুম্বই বৈঠকে পর ইণ্ডিয়া গোষ্ঠীর চিত্রাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন শরদ পাওয়ার। তিনি তো আগেই বলেছিলেন কংগ্রেস ছাড়া জোট এবেবারে অসম্ভব। বাস্তবে সেটাই দেখতে পাওয়া গেল। এখন তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তার ফলে বিজেপি জোট সক্রিয় হতে শুরু করেছে।

ব্যাক্ষ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে কংগ্রেস

ব্যাক্ষ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে কংগ্রেস বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সরকারি চাকরি মেলাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধামন্ত্রী কংগ্রেসের দিকে তাক করে আক্রমণ শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি অভিযোগ করতে শুরু করেছেন যে দেশের ব্যাক্ষ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে কংগ্রেস। বিরোধীরা অবশ্য বলেছেন যে বিজেপির আমলেই দেশ ছাড়া হয়েছেন বিজয় মালা এবং নীরব মোদিরা। ব্যাক্ষের হাজার হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছিল মোদিকে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে দেখা যায়নি। মোদি বলেছেন, অতীতে ব্যাক্ষি ব্যবস্থা প্রচুর ধাক্কা খেয়েছে। আজকে ডিজিটাল লেনদেনে করা সম্ভব হয়েছে। এদিকে ডিজিটাল লেনদেন বাড়লেও গ্রাহকেরা আতঙ্কিত। তারা এখন তাদের টাকার নিরাপত্তা পাচ্ছে না। ব্যাক্ষি ব্যবস্থায় আরও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এখন ব্যাক্ষি সুবিধা সবাই পাচ্ছে। কংগ্রেস আমলে বড় বড় পরিবারের সদস্যরা ফোন করেই ব্যাক্ষ থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ পেয়ে যেতেন। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সময়ে ব্যাক্ষগুলি লোকসানে চলাতে শুরু করে দিয়েছিল। তাঁর সরকারের আমলে ব্যাক্ষগুলি এখন বিরাট অঙ্কের লাভ দেখছে। মোদি বলেছেন ভারতে আর্থিক অবস্থা খুবই উন্নত। বিশ্বের তৃতীয় আর্থিক দিক দিয়ে সম্পদশালী দেশ হবে ভারত। জনগণ ভারতকে উন্নত দেশ গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। রোজগার মেলা করে প্রধানমন্ত্রী এদিন ভিডিও এর মাধ্যমে ৭০ হাজার যুবক যুবতীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন। মোট ৪৪টি জাগয়ায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আগামি ২০২৪ সালের মধ্যে দশ লক্ষ সরকারি নিয়োগ করা হবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খজ্ঞা বলেছেন, ত্রিশ লক্ষ চাকরি পড়ে রয়েছে। এতদিন পর তার কিছু পূরণ করলো কেন্দ্রীয় সরকার। ইন্ডেন্টজীবী সরকারের প্রধান প্রধানমন্ত্রী মোদি এখন সব নিয়োগপত্র রোজগার মেলায় চাকরি বিতরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। আর এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে দুই কোটি চাকরি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি আরও অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি সরকারের আমলে কুড়ি হাজার ছোট মাঝারি শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী কাজ হারিয়েছেন। করোনা সংক্রমণ কালেই বহু তরুণ তরুণীরা কাজ হারিয়েছিল। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায় নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। শরীরটা তোর ললা যত ততখানি তুঁই বাত, করলেই প্রাণাম পাবি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সং পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন রয়েছে ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারণী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর লক্ষ্মকৃষ্ণদেব মা সারাদা পূজকে করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে।

ভারত, আমেরিকা এবং বাংলাদেশের নির্বাচন

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারত বাংলাদেশ এবং আমেরিকার নির্বাচন যাত্রা শুরু হয়ে যাচ্ছে আগামি বছরের গোড়া থেকেই। বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত এবং আমেরিকা। যদিও ভারত চাইছে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় এসে বসুক শেখ হাসিনার দল। আমেরিকা সেই দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিগুলি শেখ হাসিনার বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তার ফলে ভারত এখন বেশ চিন্তিত। বাংলাদেশ সরকার হাসিনা সরকার তিস্তা চুক্তিকে সমনে রেখে নির্বাচনের বৈতরনী পাড় হয়ে চেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের কৃষকদের বঞ্চিত করে তিস্তা চুক্তি করা যাবে না। তার ফলে শেখ হাসিনা খানিকটা নেত্রী মমতার ওপরে ক্ষুব্ধ। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। জানা গিয়েছে আবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন দাখিল করতে পারেন জো বাইডেন। কিন্তু সেটা তাঁর দল আর চাইছে না। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাঁর দল নতুন মুখ নিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ভারতের লোকসভার নির্বাচন ক্রমশ এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। মোদি সরকারকে ফেলে দিতে বিরোধীরা ইণ্ডিয়া নামক একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছে। যার ফলে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং তাঁর দলের নেতারা এখন খানিকটা বিব্রত। যদিও বিজেপি দল চেষ্টা করছে এনডিএ দলকে আরও শক্তিশালী করতে। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফলে আম আদমি দলকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি বিরোধী জোটকে আরও

বৈঠক করেন। এই শিল্পপতি ঝাড়খণ্ড তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে বাংলাদেশকে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের শিল্পপতিরা বাংলাদেশে শিল্প স্থাপন করলে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন হাসিনা। তিনি বলেছেন, ভারতের শিল্পপতিরা



বাংলাদেশে স্মাগত। তবে শিল্পপতিরা নিরাপত্তা ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের মৌলবাদী অত্যন্ত শক্তিশালী। যদিও হাসিনা সরকার মৌলবাদী সংগঠনগুলি ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তবুও কিন্তু একেবারে মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে নিকেশ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বাংলাদেশে সরকার জঙ্গি নিধন করে দিয়েছে। জঙ্গিরা এখন ভয়ে বাংলাদেশ ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। বহু জঙ্গিদের গুলি করে হত্যা করেছে হাসিনা সরকার। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা পাওয়া ফেঞ্চে আশাবাদী হাসিনা। মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে রেল প্রযুক্তি, বিচারবিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপনা, টেলিভিশন

বলেছিলেন, রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করতই তেলের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ব জুড়ে যে তেলের সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করেছে তার জন্য দায়ী হচ্ছে রাশিয়া। রাশিয়াকে দায়ী করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা রেখেছিলেন সেটাকে ভালো নজরে দেখেননি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর



এই ধরনের মন্তব্যকে ঘিরে কোনও কথা বলেননি বটে। কিন্তু বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রাশিয়াকে বাঁচতে গেলে তার স্বার্থ দেখতে হবে বলে পুতিন বার্তা দিয়েছিলেন সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। এর পরে আর কোনও কথা বলতে ইচ্ছুক নন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন যা বলা আমি এই কথার মধ্যে দিয়ে বলে দিয়েছি। চিনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটাকে ভালো নজরে দেখ ছে না ভারত। চিন যেভাবে বাংলাদেশের অব্যস্তনের তুচ্ করে পড়ার চেষ্টা করছে তাতে ভারতের নিরাপত্তার দিক দিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চিন আবার চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হয়। চিন চাইছে

বালেশ্বরের যুদ্ধে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামী বিপ্লবী নায়ক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ফোট উইলিয়াম দুর্গ দখল করার নির্দেশকে কার্যকর করতে রাজপুত্র রেজিমেন্টের সেনা কর্তা মনসা সিং এর সঙ্গে ভারত সিং কথা বললেন ভারতে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। মনসা সিং খিদিপুরে গিয়েছিলেন দুই বাঙালির সঙ্গে একটি ফাঁকা দোকানে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে সেনা কর্তাকে জানানো হয় সে যেন পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার সেনাদের অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রণে দাঁড়ানোর কথা বলেন। রাজপুত সেনাটি তাঁর উচ্চপদস্থ সেনা কর্তাকে বিষয়টা জানালে একজন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন আরও সংবাদ সংগ্রহ করতে। এদিকে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে অস্ত্র এলে সেই সব অস্ত্র হাতিয়া (সহদ্বীপ), কলকাতা এবং বালাসোরে আগে আসবে। হাতিয়ার অস্ত্রগুলি বিতরণ করা হবে টাকার অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে। কলকাতার অস্ত্রগুলি বিতরণ করা হবে উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গে এবং বালাসোরের অস্ত্র বিতরণ করা হবে ওড়িশায়।

যদুগোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে একদল যুবক চলে গেল সুদরবনে ‘ম্যাভারিক’ সাহাজ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করতে। এই দলে ছিলেন অশ্বিনী লাল রায়, হরি কুমার চক্রবর্তী, খুলনার নুরনগরের রাজা যতীন রায়। কিন্তু দুঃসাবদ এসে উপস্থিত হল। ১৯১৫ সালে জুলাই মাসে জানা গেল ‘ম্যাভেরিক’ জাহাজ অস্ত্র নিয়ে আসতে পারছে না। ১৯১৫ সালে ৭ আগস্ট ‘হারি অ্যাণ্ড সন্স’ সংস্থায় হানা দিল পুলিশ। গ্রেফতার হলেন হরি কুমার চক্রবর্তী সহ তাঁর ভাই এবং কর্মী। ১৫ আগস্ট নরেন ভট্টাচার্য পুনরায় চেষ্টা করেছিলেন পুলিশীদের অস্ত্র পাঠাতে। বিপ্লবীরা খুবই আশাবাদী ছিল যে তারা এবারে বড় ধরনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে পারবে। কিন্তু তা হল না। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন বিপ্লবীদের কাছে সেরা নেতা



করে পরিচয় জানার চেষ্টা করলে বিপ্লবীরা নিজেদের প্রাণ ঝাঁতে পিস্তল দেখিয়ে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীদের ভয় দেখাতে থাকলেন। শূন্যের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাতেও ভয় পায়নি। বিপ্লবীরা সেখান থেকে দ্রুত পা চালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে চেষ্টা করে। সেই সময়ে একটি চাষ ক্ষেতে গিয়ে উপস্থিত হল বিপ্লবীরা। সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর চিন্তামণি কর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন গ্রামবাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে। পুলিশ থেকে খবর পেয়ে উপস্থিত হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার রুথারফোর্ড সহ পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হন। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটট কিলবাই তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, “We have begged the five Bengalis we were after. About 2 or 2-30 this af-

হেরিটেজ

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি তৈরি হয়েছিল ১৮ শতকে। তখন কলকাতায় এই সব অঞ্চলে জঙ্গল। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি তৈরি করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই জমিটা আগে শেঠদের ছিল। বুড়াবাজারের বিখ্যাত শেঠ পরিবার। তাদের সঙ্গে মূর্শিদাবাদের জগত শেঠদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই শেঠরা কলকাতায় ইরেজদেরের সঙ্গে ব্যবসা করতো। এখানে আগে একটি জলাভূমি ছিল। সেই জলাভূমির ওপরে ছিল দুটো ছোট হাঁটার সেতু। সাঁকো কথার অর্থ হচ্ছে সেতু। ছোট দুটো সেতু থেকে জোড়াসাঁকো কথাটি এসেছে। এই বাড়ি থেকেই প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর ব্যবসা পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন। ভারতে রেল লাইন তৈরি করতে জমি দান করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে। তিনি ইংল্যান্ডের রানির খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু ছিলেন। বাংলার নব জাগরণের সূর এখান থেকেই শোনা গিয়েছিল। সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়। ইনারা পরে বিলাতে গিয়ে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইনী লড়াই করে জয়লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে শক্তিশালী করে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কলকাতার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সমর্থন দিয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা। যদিও এই পরিবারের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে সেই সময়ে বিধবা বিবাহের প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি তবুও তারা কিন্তু সমর্থন করতে পিছু পা হয়নি। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে নিয়ে একটি জীবনী রচনা করেছিলেন তাঁর জীবনচরিত থেকে।

সম্পাদক সমীপেষু

বিপ্লবী হোটেল

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে নেতাজি বন্দি হয়ে ছিলেন। আজকে যেটা বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল সেটাই ছিল বহরমপুর সেন্ট্রাল কারাগার। আজও সেখানে নেতাজি এবং নজরুলের কারাগার রক্ষ দুটি অযত্নে পড়ে রয়েছে। মূর্শিদাবাদ জেলার মহাফেজখানায় বহু তথ্য আজও বর্তমান রয়েছে। সেগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়নি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই চায়ের দোকানে গোপন আড্ডা বসতো। কলকাতার ফেভারিট কেবিনের চায়ের দোকান। প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল, বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্তা কুমার সেনগুপ্ত এই চায়ের দোকানে বসে সাহিত্য নিয়ে যন্টার পর যন্টা ধরে আলোচনা চলতো। নতুন চন্দ্র বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র মদুল বড়ুয়া বলেছেন, যিনি ১৯১৪ সালে চা ঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নতুন বড়ুয়া এবং তাঁর বড় ভাই স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের দিকে ঘুরে বিপ্লবীরা সভা করতেন। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন নজরুল মুজফফ আহমেদকে ভিতরের ঘরে বসে। নতুন বড়ুয়া পুলিশ আসছে কিনা তার ওপরে নজর রাখতেন। সতর্ক বার্তা দিলে বিপ্লবীরা পিছনের দরজা দিয়ে প্রস্থান করতো। এখানে মাঝে মধ্যে নজরুল চা খেতে খেতে গান গেয়ে শোনাতেন সুভাষ চন্দ্র বোসকে। বেণু দাস, কলকাতা-৭০০০০৯

চক্রান্তের আঙুনে ফের অগ্নিসংযোগ বগটুইয়ের গ্রামে

দূরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ জুলাই : ২০২২ সালের একুশে মার্চের স্মৃতি ফিরিয়ে ফের বগটুইই গ্রামে অগ্নিসংযোগ। শনিবার রাতে স্ত্রী ও অসুস্থ পুত্র সহ যুগ্মত পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত ঘটে গেল বগটুই গ্রামে, বলে অভিযোগ। বাড়ির বিঘনাপত্র কাপড়-চোপড় সব পুড়ে গেলোও, কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটে নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। জানা গেছে, শনিবার রাতে পেশায় ডান চালক আলম সোহ বগটুইয়ের পূর্ব পাড়ায় একদম গ্রামের ভিতরে বড় মসজিদের কাছে তাঁর বাড়িতে স্ত্রী মূর্শিদাবিবি ও এক অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় কেউ সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকায় আগুন লাগিয়ে ভিতরে ফেলে দেয়। এরফলে বাড়ির বিঘনাপত্র ও কাপড়-চোপড় সব পুড়ে যায়। মূর্শিদাবিবি বলেন, রামপুরহাট জেলার জালা খুলে শুয়ে ছিলাম। আমার অসুস্থ বেল্টটা পুড়ে মারা যেত। চারদিকে দাঁট দাঁট করে আগুন জ্বলছিল। এমন বাইশ সালের একুশে মার্চের সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে আরেকবার ফিরিয়ে আনলো। বড়শাল পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু সেনের খুনের পর দশজন গ্রামবাসি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। ঘটনাস্থলে দমকল ছুটে আসে। তার আগেই আগুন নিতে যায়। রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জাম্বি বলেন, বগটুই শান্ত আছে। তাকে অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশকে বলেছি, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করতে।

গৃহবধূর মৃতদেহ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জুলাই : রহস্যে ২ নম্বর রকমের নৌগোমায় গ্রামে তামালা খাতুন নামে এই গৃহবধূর খুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তামালা খাতুনের পরিবারের লোকজনরা জানান গত ছ’মাস আগে তামালা খাতুন নওগোমা গ্রামের বাসিন্দা তাকিরুল ইসলাম সাথে পারিয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের একমাস পর থেকেই তাকিরুল ইসলাম এবং তার পরিবারের লোকজন টাকার দাবিতে তামালা খাতুনের উপরে নির্যাতন করত। এর আগেও বেশ কয়েকবার টাকার দাবিতে তাকিরুল ইসলাম তামারার গায়ে রোড দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কেটে দেয়। স্বামী এবং শশুর বাড়ির লোকজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, এমনটাই মেয়ের পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে। নিছক এটি আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তদন্তে নেমেছে পুকুরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে।

ক্ষোভ এবিভিপি’র

দূরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৩ জুলাই : রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জের বিবেকানন্দ মোড়ে বিবেকানন্দ কর্মসূচি পালন করলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পল্লদ উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখা। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার পাকুয়াহাটে এবং আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় মহিলাদের বিবস্ত্র করে নারকীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে এবিভিপি’র পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মনিপুরে ঘটা মহিলাদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার ও মালদায় নারকীয় নির্যাতন দুই ক্ষেত্রেই সোচার হয়েছে এবিভিপি।

বিছুটি পাতার নিদান বিজেপি বিধায়কের

বাড়ি ঘেরাও নিয়ে বিধায়কের হুঁশিয়ারি



দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে দাড়িয়ে অভিব্যেক বন্দোপাধ্যায় বুধন্তরে ৫ আগস্ট বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্থান কর করে বলেছিলেন, বুধ নার, ব্রকন্তুরে বেক শান্তিপূর্ব প্রতীকী বিক্ষোভ এই মন্তব্যের জন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোরা স্টুট থানায় মমতা ও অভিযেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। এবার অভিযেকের কর্মসূচি নিয়ে পাতা ছক্কার দিলেন বাঁকুড়ার ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা। রবিবার ওন্দার রামপুরহাে দলের বিজয় মিছিলে অংশ নিয়েএক পেশাভায় বক্তব্য রাখেন অমরনাথ। সেখানে তিনি তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের ঘর থিরতে আসার আগে শরীরের ধর্ম করিয়ে আসবেন। কার্যকর্তাদের বলব বিছাতি (বিছুটি পাতা) নিয়ে তৈরি থাকবেন। ডানও



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জুলাই : মালদার পাকুয়াহাট কাণ্ডে রুড়ি ঘটটার বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান-বিক্ষোভ। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এই অবস্থান বিক্ষোভকে ধিরে পুলিশের লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের। এই ঘটনায় দু’জন বিজেপি মহিলা কর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এরপর থেকে দলে দলে বিজেপি সমর্থিত আদিবাসী কর্মীরা তীর, ধনুক নিয়ে দলীয় সাংসদ খগেন মূর্মুর নেতৃত্বে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ সামিল হন। সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা রয়েছে মালদার পুলিশ সুপার অফিস চত্বরে। নিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে মোতায়েন রয়েছে। উল্লেখ্য, বানমনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকায় গত মঙ্গলবার টাকা চুরি অভিযোগে দুই মধ্যবয়স্ক মহিলাকে বিবস্ত্র করে গণপিটুনি দেয় কিছু মানুষ। আর এই ঘটনার বিষয়টি গত শুক্রবার রাত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। ইতিমধ্যে পুলিশ বিবস্ত্র করে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনায় দুই মহিলা সহ নিন্তজনকে গ্রেফতার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ফুটেজ দেখে বাকি হামলাকারীদেরও খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। এই মধ্যো বিবস্ত্র করে দুই মহিলাকে মারধরের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে ধর্মীয় বসেছেন বিজেপি’র সাংসদ খগেন মূর্মু, হবিবপুরের বিধায়ক জয়েল মূর্মু সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। শনিবার দুপুর থেকে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান-বিক্ষোভ চলছে। শনিবার রাত পেরিয়ে রবিবার সকাল গড়িয়ে গেলেও একইভাবে বিজেপির এই অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে আসছে। আর এরই মধ্যে এদিন সকালে বিজেপির অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচির পাণ্ডেল বন্ধাকে ধিরেই পুলিশ লাঠিগেটা করে বলে অভিযোগ। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পুলিশ সুপার অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করছিলাম। মাথার ওপর রৌদ্র ছিল বলেই ত্রিপাল ঢাকতে গিয়েছিলাম। সেই সময় দলের

তৃণমূলের অত্যাচারে ঘরছাড়া



দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই : রাজগঞ্জ বিধানসভার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জুম্মাগাছ, কুয়ারবাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ এখনও ঘরছাড়া। ভোটের দিনের হিংসায় আতঙ্কে ঘর ছাড়ে এলাকার শতাধিক নারী ও পুরুষ ভেটোরা। আতঙ্ক নিয়ে ঘরে থাকছেন উক্ত কয়েকটি পাড়ার শতাধিক পরিবারের বাড়ির লোকজন। ঘরছাড়া গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই কংগ্রেস ও সিপিএমের সমর্থক বলে গ্রামবাসীরা জানান। পিথিক বেগম, আলিয়া খাতুন, ফরিতা খাতুন, আলিয়ার রহমানরা ভোটের দিনের তৃণমূলের হামাদ বাহিনীর বীভৎষতার বর্ণনা দেন। ফরিতা খাতুন জানান, বাড়িতে কোন পুরুষ নেই। আমি তিন বৌমাকে নিয়ে থাকি, রাতে ভয়ে থাকতে পারি না। স্বামী ও আমার বিনে ছেলে বাইরে আছে, প্রাণ হারানোর ভয়ে ঘরে আসছে না। হরিবর রহমান বলেন, পুলিশ দাড়িয়ে থেকে আমার ঘর ও টোটে ভাঙতে সাহায্য করছে তৃণমূলের হামাদদের। অন্যদিকে তৃণমূলের নেতা ও সন্ন্যাসী কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আতিয়ার রহমান ঘটনাটি অস্বীকার করেন। তিনি জানান, বিরোধীরা নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে বাইরে আছে, আমরা কাউকেই বাইরে থাকতে বলি না। শান্তিভেই ভেট হয়েছে, তারা ঘরে ফিরে আসুক আমরাও চাই। এদিকে রবিবার ভোট হিংসায় ক্ষয়ক্ষতি এবং সিপিএমের সমর্থকরা কি অবস্থায় আছেন তা জানতে পরিদর্শনে আসেন সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সুনীল আচার্য। তিনি জানান, তৃণমূলের সম্ভ্রাসের ফলে আমাদের দলের সমর্থকরা বাড়িতে থাকতে পারছে না। আর এর জন্য দুই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আমরা আশ্রণ চেষ্টা করছি তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার। জেলার মহিলা সম্পাদিকা রিনা দাস, এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতন রায়, সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চল কৃষক সভার সম্পাদক সৌকত আলি সহ আরও অনেকে এদিন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিছুটি পাতার নিদান বিজেপি বিধায়কের

বাড়ি ঘেরাও নিয়ে বিধায়কের হুঁশিয়ারি



দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৩ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে দাড়িয়ে অভিব্যেক বন্দোপাধ্যায় বুধন্তরে ৫ আগস্ট বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্থান কর করে বলেছিলেন, বুধ নার, ব্রকন্তুরে বেক শান্তিপূর্ব প্রতীকী বিক্ষোভ এই মন্তব্যের জন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোরা স্টুট থানায় মমতা ও অভিযেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। এবার অভিযেকের কর্মসূচি নিয়ে পাতা ছক্কার দিলেন বাঁকুড়ার ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা। রবিবার ওন্দার রামপুরহাে দলের বিজয় মিছিলে অংশ নিয়েএক পেশাভায় বক্তব্য রাখেন অমরনাথ। সেখানে তিনি তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের ঘর থিরতে আসার আগে শরীরের ধর্ম করিয়ে আসবেন। কার্যকর্তাদের বলব বিছাতি (বিছুটি পাতা) নিয়ে তৈরি থাকবেন। ডানও

না। সূত্রের খবর, রকে রকে কোন নেতাদের বাড়ি ঘেরাও হবে সেই তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহেই তা জানিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। যদিও শুভেন্দু জানিয়েছেন, তিনি আদালতেও মমতা-অভিব্যেকের মন্তব্যের বিষয় নিয়ে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে আদালতেও জনস্বার্থ মামলা করবেন। আদালত কি পদক্ষেপ করে তা স্পষ্ট হবে কয়েক দিনের মধ্যে। শুভেন্দু সোমবার সেই মামলাটি দায়ের করতে পারেন। এর পাশাপাশি বিজেপি নেতা-কর্মীদের কি করতে হবে তাও সময়মতো জানিয়ে দেবেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতেও এমন করতে গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে বিজেপি শক্তিশালী। স্থানীয় মানুষ বেরিয়ে গেলের তাড়িয়ে দিয়েছেন। এদিকে, অমরনাথের বক্তব্য প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতেরা বলেন, বিজেপি মানুষকে কিছুই পাবে পারেনি। সে সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার সকলের রয়েছে। অভিব্যেক বন্দোপাধ্যায়ের কর্মসূচি ঘোষণা বিজেপি নেতাদের ভীত করেছে। তাদের পায়ের তলার মাটি সরায় উন্মাদনিমূলক মন্তব্য করছেন। হাত ভেঙে দেওয়া, পা ভেঙে দেওয়ার কথা ক’খনও গঠনমূলক কথা নয়। বিজেপিকে ২০২৪ সালেই নিশ্চিহ্ন করবেন মানুষ।

নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ জুলাই : নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে নাবালিকা। ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ গত ১৮ জুলাই কোচবিহার ২ নম্বর রক্তের খাবুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে স্থলে যায়। কিন্তু সে স্থল থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারে পক্ষ থেকে ওই নাবালিকা মেয়ের শোঁজ না পেয়ে তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নাবালিকাকে ভর্তি করে দুস্থতীরা। সেখান থেকে ওই নাবালিকার পরিবার খবর পায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল বিজেপি উভয়ই। রবিবার কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ওই নাবালিকার পাশে দাঁড়াতে হাসপাতালে যান বিজেপি’র বিধায়ক কুমার রায়। একইসঙ্গে দুস্থতীদের

পুরুলিয়ায় তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হল আরও এক

দূরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৩ জুলাই : চলতি বছরের ২২ জুন রাতে পুরুলিয়া জেলার আড়া শহরে তৃণমূল কার্যালয়ে গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা ধনঞ্জয় চৌধুরী। তিনি তৃণমূলের টাউন সভাপতি ছিলেন। সেই ঘটনায় আগেই ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবার এক ভাড়াটে মুনিকে নিজেদের হেফাজতে নিল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। এখনও আরও দুই শুটারের খোঁজে চলছে তল্লাশি। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, আত্রার খুনের ঘটনায় ভাড়াটীয়া খুনিরা আগেই চিহ্নিত হয়েছিল। তিনজনের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি দু’জনের খোঁজ চলছে। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে বিহার থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রত্নেশ কুমার পাণ্ডে। বয়স মাত্র ২৮ বছর। বিহারের গোপালগঞ্জ জেলার কোটীয়া থানার ভিরাবাই গ্রামের বাসিন্দা সে। পেশায় ট্রাক্টর চালক। ধনঞ্জয় চৌধুরী খুনের ঘটনায় ২৩ জুন দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। একজন আরশাদ হোসেন এবং আরশাদ মহম্মদ জামাল। আরশাদ ছিলেন পঞ্চায়েতে কংগ্রেস প্রার্থী। আর মহম্মদ জামাল এলাকার কুখ্যাত দুস্থতী। দুজনই আত্রার বাসিন্দা। এরপর ২৭ জুন খুনের মাস্টারমাইন্ড তথা আত্রার সিভিককেটের মাথা আরজু মালিক গ্রেফতার হয বিহারের জমুই জেলার আরসার থেকে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ৩জন শুটারের কথা জানতে পারে। সিসিটিভিতে তাদের ফুটেজও ধরা পড়ে। ওই নিন্তজন ভাড়াটে মুনিকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাদের স্কেভও বানানো হয়। সেই স্কেভের সঙ্গে রত্নেশের মিল রয়েছে। স্কেভের সূত্রে ধরে বাকি দুজনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এখন পুলিশের তরফে জানানো হচ্ছে, ধনঞ্জয় চৌধুরী খুনের আগে সিসিটিভি ফুটেজে রত্নেশের ছবি ধরা পড়েছিল। বাকি চেষ্টে পড়ে তাকে ধনঞ্জয়ের কাবালদের দিকে আসতে থোা গিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, বাকি দুই ভাড়াটে খুনি কার্যালয়ের কাছেই রত্নেশের অপেক্ষা করছিল। তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি তাঁরা এটাও জানান যে, ধৃত রত্নেশ কুমার পাণ্ডেকে রঘুনাথপুর মহকুনা আদালতে তোলা হলে তাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

আক্রান্ত তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী

দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৩ জুলাই : ধূর্ণা গ্রামে বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রার্থীর উপরে হামলা, বাড়ি ভাঙলু ও মারধরের অভিযোগে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার বিজেপি। বিজেপির পাক্টা অভিযোগ তৃণমূলের দিকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শহীদ মাতঙ্গিনী রকমের রঘুনাথপুর এক নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গা গ্রামে তৃণমূল নেতা অমূল্য মাইতির বাড়ীতে বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে হামলা চালানো হয়, বলে অভিযোগ। বিজয় মিছিল থেকে অমূল্য মাইতির বাড়ীতে ভাঙলু, মারধোর, এমন কি খেতে বসা শিশুর ভাতেরে থালা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ ওই গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন অনুলা মাইতি। তার বিপরীতে প্রার্থী হয়েছিলেন বিজেপির তাপস ঘোড়াই। রবিবার জয়ী প্রার্থী তাপস ঘোড়াই পুলিশ বিজয় মিছিল করেন ওই গ্রামে। সেই বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল নেতা অমূল্য মাইতির বাড়িতে হামলা চালায়। তৃণমূল নেতা অমূল্য মাইতিতে বাপক মারধোর করে রক্তাক্ত করে দেয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে বিজেপি নেতা তথা জেলা পরিষদের বিজেপির জয়ী প্রার্থী বামদেব গুছাইত অভিযোগ করেন, ওই গ্রামে বিজেপি জয়ী প্রার্থী শীতলা চাঁকুরকে মানাত করেছিলেন ভোট জয়ী হলে পূজা দেবেন। তাই পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীদের নিয়ে পূজা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বিজেপি নেতা-কর্মীদের ওপরে আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে তমলুক থানার পুলিশ বাহিনী তদন্তে যায়।

ট্রেন থেকে উদ্ধার ২৩ কেজি গাঁজা

দূরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ২৩ জুলাই : এবার চলন্ত ট্রেন থেকে উদ্ধার হল গাঁজা। সম্বলেশ্বরী হাওড়া এক্সপ্রেসে এই মালক উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার দু’জন। পশ্চিম মেদিনীপুর খড়গপুর স্টেশনের ৭-৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম রাজক শেখ ও হাফিজুল ইসলাম। খড়গপুর জিআরপি জানিয়েছে, ওড়িশার নেরালা থেকে হাওড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল দুই যাত্রী রজক শেখ ও হাফিজুল ইসলাম। গোপন সূত্রে পুলিশ আগেই খবর পেয়েছিল তাঁদের কাছে মানক দ্রব্য রয়েছে। সেই মোতাবেক ট্রেনে তল্লাশি চালান অধিকারিকরা। প্রায় ২৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় ওই দু’জনের হাওড়া থেকে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বাড়ি মূর্শিদাবাদে। দু’জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় খড়গপুরের জিআরপিতে। সেখানে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা চালাচ্ছে খড়গপুরের জিআরপি।

পুরুলিয়ার জঙ্গলে বাড়ছে নেকড়ে’র সংখ্যা

দূরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৩ জুলাই : রাজ্যের বিভিন্ন জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি তখনই ছবি ধরা পড়েছে পুরুলিয়া বনদফতরের ট্র্যাপ ক্যামেরায়। ওই ক্যামেরায় বেশ কয়েকটি নেকড়ের ছবি ধরা পড়েছে। কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগ সম্প্রতি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া কিছু নেকড়ের ছবি প্রকাশ করেছে। এই ছবিতে কয়েকটি নেকড়ে’কে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে নেড়াতে দেখা যাচ্ছে। নেকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি বন বিভাগ। জঙ্গলেরে ঘনত্ব বাড়ার কারণে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছে বন বিভাগ। বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ১ বনাঞ্চলে অবস্থিত রাইকা পাহাড়ে জঙ্গল রয়েছে। এই জঙ্গলে বাড়ন্তদের দলমা রেঞ্জের পাহাড়েরে জঙ্গলেরে রয়েছে। তবে এই জঙ্গলে নেকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে বন দফতরের সন্দেহ হয়েছিল মাসখানেক আগে। পুরুলিয়ার এই পাহাড় সংলগ্ন গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল, রাভের অন্ধকারে বাড়ি থেকে আমাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে ছাগল। বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে ছাগল উধাওয়ের ঘটনা ঘটে। বাড়ির আশেপাশের চত্বরে

হাসপাতালে ভর্তি করি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়া অভিযুক্তের কড়া শাস্তির

দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগ পেয়েই ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER					
ABRIDGED NIT					
The Executive Engineer (C), Br.-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :					
(1) NIT No.: KMC/EE-III/30/4/23-24 (1st Call)					
Name of Work: Restoration of passage at 4B, D. D. K. Road, 126/3/F, 138/5 N. M. Road, 34, 46D/15 U.C.B. Road, 29E, 29P Sitaitatala Lane and different places in Ward No.-30 disturbed by CESC. Estimated cost including GST and CESS: ₹ 4,04,784.43. Earnest Money: ₹ 8,100.00.					
(2) NIT No.: KMC/EE-III/30/9/23-24/BUSTEE (1st Call)					
Name of Work: Repair of bustee sewer at 3, 8/1C, G.V.R. Lane, 6/1 A.B.B. Lane, 8, 25/1 S.G. Road and different places in Ward No.-30. Estimated cost including GST and CESS: ₹ 3,59,765.15. Earnest Money: ₹ 7,200.00.					
(3) NIT No.: KMC/EE-III/30/10/23-24/BUSTEE (1st Call)					
Name of Work: Repair of bustees passage at 3, 8/1C G.V.R. Lane, 6/1 A.B.B. Lane, 8, 25/1, 2/12 S.G. Road, 126/H/3 N. M. Road and different places in Ward No.-30. Estimated cost including GST and CESS: ₹ 4,72,563.76. Earnest Money: ₹ 9,500.00. Period of completion: 30 Days (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid: 07.08.2023 – 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 3). Date and Time of opening of Bid: 09.08.2023 – 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 26.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).					
The Executive Engineer (C), Br.-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :					
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/11/2023-2024/BUSTEE					
Name of Work: Renovation of bustee privy at 8, 70, 72 Keshab Chandra Sen Street, 62 Sitaram Ghosh Street etc. places in Ward No.-40 under Br.-V. Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ 4,91,659.68. Earnest Money: ₹ 10,000.00.					
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/05/2023-2024					
Name of Work: Repairing of I.P. passages at 13, A.P.C. Road, 15, Akhil Mistry Lane etc. in Ward No.-49, Br.-V. Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ 2,86,851.06. Earnest Money: ₹ 6,000.00.					
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/14/2023-2024					
Name of Work: Repairing and Restoration of concrete road surface at Gour Dey Lane, Durga Pitthuri Lane, Dr. Jagabandhu Lane etc. in Ward No.-48. Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ 1,90,064.19. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 60 Days (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid: 03.08.2023 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3). Date and Time of opening of Tender: 05.08.2023 – 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 3).					
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/10/2023-2024					
Name of Work: Replacing of paver block Footpath at C. R. Avenue and different places in Ward No.-43. Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ 2,59,562.06. Earnest Money: ₹ 5,500.00. Period of completion: 45 Days. Last Date and Time of submission of Bid: 05.08.2023 – 11.00 a.m. Date and Time of opening of Tender: 07.08.2023 – 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 25.07.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).					
The Executive Engineer (C), Br.-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :					
NIT No.: KMC/IX/071/019/2023-2024/R (1st Call)					
Name of Work: Development of bustee I.P. passage at 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Rup Narayan Nandan Lane in Ward No.-71. Estimate amount (Incl. GST & CESS): ₹ 2,99,283.98. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 45 Days. Last Date and Time of submission of Bid: 05.08.2023 – 12.00 Noon. Tender will be opened on: 07.08.2023 – 12 Noon. The bid forms and other details are available on and from 25.07.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).					
The Dy. C.E. (E)/S&D, KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following works:					
(1) NIT No.: KMC/DG(S, D)/BDPS/04/23-24 (1st Call)					
Name of Work: Urgent work envisishing, repairing of stator and replacement of defective slip ring and bearing of 70 HP, 52.5 KW, 3 PH, Slipring Motor of Pump Unit B at CLPS under BDPS. Estimated Cost: Rate to be quoted. Earnest Money: ₹ 9,500.00. Period of Completion: 7 Days.					
(2) NIT No.: KMC/DG(S, D)/BDPS/ES-05/23-24 (1st Call)					
Name of Work: Servicing and replacement of worn-out component of 2 nos. Starter Motor Control Panel at Nimak Mahal Drainage Pumping Station under BDPS (S&D). Estimated Cost: Rate to be quoted. Earnest Money: ₹ 2,350.00. Period of Completion: 5 Days. Last Date and Time of submission of Bid: 31.07.2023 at 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 24.07.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2) from the website https://wb.tenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).					
(472/23-24)					
গোল্ডেনস্ট্র ফ্রন্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড					
CIN: L51109WB192P/C035665					
জেজি, অফিস ১৬৫, ডি. মেননান সাহা সল্লী,					
রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, সার্বান এন্ডিনিউ, ফলগাতা-৭০০০২৯, ভারত					
ই-মেইল: info@goldencrest.in, ওয়েবসাইট: www.goldencrest.in					
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন অর্থিক বিদ্যপী					
১ম টেন্ডারসি সমাবেশ ৩০ জুন, ২০২৩					
(নেশুন ধারা ৪১(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০২৫)					
				(লেক টেন্ডার)	
ক্র. নং.	বিবরণী	টেন্ডারসি সেবে ৩১ মার্চ ২০২৩	পূর্বেকার টেন্ডারসি সেবে ৩১ মার্চ ২০২৩ পূর্বেকার বছর (হেটরা সেবি নং.২৩)	চলতি টেন্ডারসি সেবে ৩০ জুন ২০২৩	বছর সেবি ৩১ মার্চ ২০২

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে যে চার ধরনের জ্বর

দূরন্ত বার্তা ৪ জীবনে কখনো জ্বরে ভোগেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। কারণ অসুস্থ হওয়ার একটি অন্যতম উপসর্গ হচ্ছে জ্বর। সাধারণত জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার দুই তিনদিনের মধ্যে সেটি ভালও হয়ে যায় এবং এর জন্য খুব জটিল চিকিৎসার দরকার হয় না। তবে জ্বর আসলে কোন রোগ নয়, এটি অন্য কোন রোগের লক্ষণ মাত্র। সাধারণভাবে বলা যায়, দেহে কোন জীবাণুর সংক্রমণ হলে জ্বর হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণে জ্বরে ভোগ মানুষ। কোন জ্বরই আসলে অবহেলা করা উচিত নয়। উপসর্গ বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিশেষ করে যদি জ্বরের সঙ্গে আরও অন্য কোন উপসর্গ থাকে এবং এক সপ্তাহর পরেও যদি সেটি ভালো না হয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ডেঙ্গু ৪ বর্ষা এলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ে। এজন্য এই মরসুমে কারও জ্বর হলে, সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, শরীর ব্যথা যদি থাকে তাহলে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। শুষ্কর দিকে সাধারণত ডেঙ্গুর কোন লক্ষণ বোঝা যায় না, তাই জ্বরের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আগে থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা মানুষরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে তা জটিল হওয়ার শঙ্কা অনেক বেশি থাকে। যাদের অন্য রোগ আছে যেমন ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, কিডনি রোগ, লিভারের রোগ, স্ট্রোকের রোগী, হার্টের রোগী-যাদের মেডিকেল টার্মে বলে কো-মরবিডিটি, এই ধরনের রোগ যাদের আছে তাদের যদি জ্বর আসে তাহলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেনে। কেউ যদি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে চিকিৎসা নিলে জটিলতা এড়ানো যায়। এটি আসলে মৃত্যু এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ডেঙ্গু রোগীরা শরীরের যে কোন জায়গা থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ মানেই তা হেমোরাজিক ডেঙ্গুতে রূপ নিয়েছে। হেমোরাজিক ডেঙ্গুতে চোখে রক্ত জমে যায় নাক, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বারে মুখ, কান, মলদ্বার এরকম যেকোনো একটি বা একের অধিক অংশ দিয়ে রক্ত বের হতে পারে। বমি ও কাশির সঙ্গেও রক্ত বের হতে পারে।

ইয়োলো ফিভার বা হলুদ জ্বর ৪ ইয়োলো ফিভার বা হলুদ জ্বর মশার কামড়ে ছড়ায় এবং এই মশা সাধারণত দিনের বেলায় কামড়ায়। এডিস এবং হেমোগোয়াস মশার কামড়ে এই জ্বর ছড়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, হলুদ জ্বরে লক্ষণের মধ্যে রয়েছে জ্বর,



মাংসপেশী ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব বা বমি। সাধারণত ৩-৬ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। তবে খুবই কম সংখ্যক রোগী এই জ্বরে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক এসব উপসর্গ থেকে সেরে ওঠার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছায়। এই ধাপে, শরীরের তাপমাত্রা

প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং আবারো জ্বর আসে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে লিভার এবং কিডনি আক্রান্ত হয়। এই ধাপে মানুষ জড়িসে আক্রান্ত হয়। শরীরের বুক এবং চোখে হলুদ হয়ে যায়। এই কারণেই একে ইয়োলো ফিভার বা হলুদ জ্বর বলা হয়। এই অবস্থায় মূত্র গাঢ় রঙের হয়, পেট ব্যথা এবং বমি হয়। মুখ, নাক, চোখ বা পেটে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

পিঠে ব্যথা খুবই প্রচলিত একটি সমস্যা

দূরন্ত বার্তা ৪ ব্যাক পেন বা পিঠে ব্যথা খুবই প্রচলিত একটি সমস্যা এবং প্রায় সব বয়সের মানুষই এই সমস্যায় শিকার হতে পারেন, যা দৈনন্দিন জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ হোক বা গুরুত্বের, ব্যাক পেন মানুষের দৈনন্দিন কাজের গতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয় এবং মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। এখন আমরা ব্যাক পেনের কারণ, সম্ভাব্য জটিলতা এবং প্রতিকারের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। **ব্যাক পেনের কারণ-** **মাসল স্ট্রেন বা মাংসপেশীতে টান** ৪ এটি ব্যাক পেনের অন্যতম একটি কারণ। অস্বাভাবিক দেহ অবস্থান, ভুল কৌশল বা পদ্ধতিতে ভার উত্তোলন, অপ্রস্তত বা হঠাৎ নড়াচড়া ইত্যাদি কারণে মেরুদন্ডের আশপাশের পেশি ও লিগামেন্টগুলোয় চাপ লাগতে পারে, ফলে পেশিতে ব্যথা বা শক্ত অনুভব হতে পারে।

হার্নিয়েটেড ডিস্ক ৪ মেরুদন্ডের ডিস্কের ভেতরের নরম স্তর ও বাইরের শক্ত স্তর সরে যাওয়াকে হার্নিয়েটেড ডিস্ক বা স্লিপড ডিস্ক বলা হয়। এর ফলে আশপাশের স্নায়ুগুলো সংকুচিত হয়- যা পিঠে ব্যথা, অসাড়তা এবং শরীরে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। **অগ্রাধিটিস** ৪ অস্টিওআর্থরাইটিসসহ অন্যান্য অগ্রাধিটিস মেরুদন্ডে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যাক পেন দেখা দেয়। **অগ্রাধিটিস** জয়েন্টগুলো কাটিছে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা প্রদাহ, শক্ত হয়ে যাওয়া এবং অস্বস্তি সৃষ্টির কারণ হয়।

স্পাইনাল স্টেনোসিস ৪ এটি বলতে মেরুদন্ডের নালির সংকীর্ণতা বোঝায়, যা মেরুদন্ড ও স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেরুদন্ডের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যাক পেন এর সঙ্গে পা ব্যথা, হাঁটা বা দাঁড়াতে সমস্যা ইত্যাদি অসুবিধা

হতে পারে। **ব্যাক পেন প্রতিকারে করণীয়-** **স্বাভাবিক দেহ অবস্থান বজায় রাখা** ৪ ব্যাক পেন নিয়ন্ত্রণে বা প্রতিরোধে স্বাভাবিক দেহভঙ্গি বজায় রাখা ও এর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বসা, দাঁড়ানো, শোয়া সব ক্ষেত্রেই শরীর বিশেষ করে পিঠ সোজা ও কাঁধ শিথিল রাখতে হবে এবং কুঁজো হয়ে থাকা পরিহার করতে হবে। ঝুঁকি কমাতে ঘরের আসবাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুবিধা মতো স্থানে রাখা যেতে পারে।

শরীরচর্চা ৪ নিয়মিত শরীরচর্চা পেশিগুলোকে মজবুত করে-যা মেরুদন্ডকে সাপোর্ট দেয় এবং আরও স্নায়ুজ্বরল হতে সাহায্য করে। সাতার, হাটা, যোগব্যায়ামের মতো অভাস ব্যাক পেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ উপকারী। তবে স্ক্রুটা করতে হবে ধীরে এবং সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ ৪ অতিরিক্ত ওজন ব্যাক পেন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে। তাই উচ্চতা অনুযায়ী ওজন স্বাভাবিক রাখতে সুখম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম, অতিরিক্ত চাপ থেকে মেরুদন্ডকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। সঠিক কৌশলে ভারী বস্তু ওঠানো ৪ পিঠে বাড়তি চাপ এড়াতে কোনো ভারী বস্তু উত্তোলনে সঠিক কৌশল ব্যবহার করা অপরিহার্য। হাঁটু বাকিয়ে, বকুটি শরীরের কাছাকাছি এনে, পিঠের উপর জোর না দিয়ে পায়ের পেশির সাহায্য নিয়ে বকুটি তুলতে হবে। **হিট এবং কোল্ড থেরাপি** ৪ অঘাতপ্রাপ্ত স্থানে গরম বা ঠান্ডা কিছু লাগালে পিঠের ব্যথা থেকে সাময়িক উপশম পাওয়া যায়। তাপ পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে এবং রক্ত প্রবাহ গতিশীল রাখে এবং ঠান্ডা থেরাপি পেশিতে প্রদাহ কমায়। **মেডিকেশন এবং অল্টারনেটিভ**



থেরাপি ৪ হালকা থেকে মাঝারি ব্যাক পেনে প্যারাসিটামল বা অন্যান্য ব্যথার ঔষধ সাময়িক সাহায্য করে। কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং ঝুঁকি এড়াতে এই ধরনের কোনো ঔষধ সেবন করার আগে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। এছাড়াও, ইলেক্ট্রোথেরাপি, ম্যাকুপ্যাচার এবং অন্যান্য ম্যানুয়েল থেরাপিগুলো এই ব্যথা প্রশমনে সস্তি প্রদান করতে পারে। **স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং রিলাক্সেশন কৌশল** ৪ মানসিক চাপ ব্যাক পেনের লক্ষণগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ও একনিষ্ঠ মনে ধ্যানের থেরাপিগুলোতে স্ট্রেসের মাত্রা কমাতে এবং পিঠের ব্যথা উপশম করতে সাহায্য করতে পারে।

কখন ডাক্তারের সাহায্য নেনে ৪ মূলত, ব্যাক পেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এবং যত্নের

মাধ্যমে প্রশমন করা যায় তবে সেখানে অবশ্যই চিকিৎসার ওপর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন যদি-

-পিঠে ব্যথা কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও খারাপ হয়।
-উরু বা পায়ের নিচের ব্যথা বাড়তে থাকে বা দুর্বলতা ও অসাড়তা ভাব অনুভূত হয়।

-পিঠে অঘাত বা পূর্ববর্তী আঘাতের ইতিহাস রয়েছে।

-অস্ত্র বা মূত্রাশয়ের কর্মহীনতার সঙ্গে পিঠে ও পায়ে ব্যথা হয়।

ব্যাক পেন একটি অবস্থা যা একজনের জীবনযাত্রাকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। একটি সুস্থ শরীর বজায় রাখতে প্রাতিাহিক ব্যায়াম করা, ওজন নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

মস্তিষ্কের জন্য দারুণ উপকারী হল দিবানিদ্রা

দূরন্ত বার্তা ৪ দিনের বেলায় একটু ঘুমের অভাস মস্তিষ্কের জন্য বেশ উপকারী। তা হলো প্রতিদিন অল্প দিবানিদ্রা যা আধাঘণ্টার চেয়ে কম হওয়াই উত্তম। এটি জীবনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে মস্তিষ্কে আকারে বড় রাখতে সহায়তা করে। ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের এক গবেষণায় বিষয়টি উঠে এসেছে। গবেষণা মতে, যারা দিনে কর্মব্যস্ততার মাঝে অল্প সময় ঘুমিয়ে নেন, তাদের মস্তিষ্কের আকার সাধারণ মানুষের তুলনায় গড়ে ১৫ ঘন সেন্টিমিটার বড় থাকে। এটি একজনের জন্য তিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত বার্ষিকতা বিলম্বে ভর করতে সহায়তা করে। যদিও দিনের বেলা এই নিদ্রার অভাস তৈরি করা অনেকের জন্যই বেশ কঠিন। কেননা, পেশাগত কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বেশির ভাগ সময়ই সেটি সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে চিকিৎসক ভিক্টোরিয়া গারফিল্ড বলেন, আমরা পরামর্শ দিচ্ছি যে, অল্প দিবানিদ্রার মাধ্যমে সবাই কিছু না কিছু উপকার পেতে পারেন। এটি এক ব্যক্তির জন্য বেশ অতুতপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর ব্যাপার। শৈশবে শিশুদের অল্প নিদ্রার প্রবণতা থাকে এবং এটি তার বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অল্প নিদ্রার এই প্রবণতা অনেকটা কমে আসে। তবে জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অবসরের পর ফের অল্প নিদ্রার অভাস তৈরি হয়। ৬৫ বছর বয়সের বেশি প্রায় ২৭ ভাগ ব্যক্তিরই অল্প দিবানিদ্রার অভাস রয়েছে। এ সম্পর্কে চিকিৎসক গারফিল্ড বলেন, ওজন কমানো কিংবা প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করা অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই বেশ কঠিন। সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অল্প নিদ্রার অভাসটি বেশ সহজ। সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবারই মস্তিষ্ক অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে অল্পনিদ্রা আলেইমার্চের মতো রোগ প্রতিরোধ করতে পারে কিনা তা নিয়ে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন। সর্বােপরি স্মৃতিভ্রংশ প্রতিরাধে মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য বেশ জরুরী। সেক্ষেত্রে বিদ্রিত ঘুম খুব নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। গবেষকদের মতে, পরিমিত পরিমাণ ঘুম না হলে তা মস্তিষ্কে প্রদাহ তৈরি করে এবং এর ফলে মস্তিষ্কের মাধ্য থাকা সংযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ সম্পর্কে গবেষক ড্যালেস্টান্টো পাক বলেন, প্রত্যহ অল্প দিবানিদ্রা ব্যক্তির ঘুমের অভাব পূরণ করবে। এতে করে মস্তিষ্কের কোষগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তবে চিকিৎসক গারফিল্ড নিজেও কর্মক্ষেত্রে অল্প নিদ্রার জন্য যথায়খ



সুযোগ পান না। তাই তিনি মস্তিষ্কের যত্নে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে চিকিৎসক গারফিল্ড বলেন, সত্যি বলতে গেলে, আমি অল্প দিবানিদ্রার চেয়ে বরং ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করি। বর্তমান গবেষণাটির জন্য ইউকে বয়োব্যাক্ষ থেকে প্রায় ৩৫ হাজার ব্যক্তির ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরপর বাছাইকৃত ৪০ থেকে ৬৯ বছর বয়সি ব্যক্তিদের জেনেটিক ফ্যাক্টরগুলোর মাধ্যমে অল্প নিদ্রার অভাস রয়েছে এবং অল্প নিদ্রার অভাস নেই এমন দুই দ্ৰেপিতে ভাগ করে তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে গবেষণাটির ফলাফল স্লিপ হেলথ জার্নালে প্রকাশিত করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, অল্প দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের আকার সাধারণের তুলনায় গড়ে ১৫ ঘন সেন্টিমিটার বড় থাকে। এটি এক ব্যক্তির জন্য ২.৬ থেকে ৬.৫ বছর পর্যন্ত বার্ষিক বিলম্বিত করার সমতুল্য। ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের প্রফেসর ও ব্রিটিশ নিউরোসায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট টারা স্পাইন-জোনস বলেন, আমি সাওথিক ছুটির সময় অল্প দিবানিদ্রা নিতে পছন্দ করি। গবেষণা মতে, আমার ঘুমের এই অভ্যাসের ফলে নিজেকে অলস মনে করার কারণ নেই। একইসঙ্গে অল্পনিদ্রা আমার মস্তিষ্কের জন্যও ইতিবাচক হতে পারে।

বর্ষায় যেসব চর্মরোগের প্রকোপ বাড়ে

দূরন্ত বার্তা ৪ বর্ষায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। বন্যার জল পেরিয়েই শিশুরা অনেক জায়গায় স্কুলে যেতে হয়। আর বড়দের বাটার তাগিদে কাজ করতে হয় জল সামলে। চারদিক থেকে ছুটে আসা এই নোংরা জলের সংস্পর্শে দেখা দেয় নানা রোগবালাই। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় ঝুকে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় ফাঙ্গাস বা ছত্রাকজনিত নানা সংক্রমণ। আমাদের শরীরের ঝুকে অবস্থান করে, এমন স্বাভাবিক কিছু জীবাণু হঠাৎ করেই দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সৃষ্টি করে নানা ঝুকের জটিল রোগ।

দাদ ৪ মূলত শরীরের ভাঁজগুলোতে ছত্রাক জন্মায়। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানে টিনিয়া করপোরিস আর সাধারণ মানুষ দাদ বলে থাকেন। প্রচণ্ড রকম চুলকানির পাশাপাশি কখনও কখনও এই সংক্রমণ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষত তৈরি করে। গলা, মুখ, কুঁচকি, মলদ্বার এবং বুকে ও পিঠে এটি বেশি দেখা যায়। সাধারণত ছোট গোল ক্ষত আকারে সৃষ্টি হয়ে বাড়তে বাড়তে এটি মানচিত্রের রূপ নেয়। কখনও এর ওপর নানা রকম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে এটিতে পুঁজ হতে পারে। এটি ছড়ায়ও। ছত্রাক সংক্রমণ শরীর ছাড়াও মুখে, ঠোঁটে এমনকি মাথার ঝুকেও হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। মাথার ঝুকে হলে এটাকে বলে টিনিয়া ক্যাপিটিস, কুঁচকিতে হলে টিনিয়া ক্রুরিস, হাত-পায়ে এর নাম টিনিয়া ম্যানান ও টিনিয়া পেডিস।

সেবোরিক ডারমাটাইটিস ৪ জলের সংস্পর্শে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক। মাথার ঝুক, ক্র, মুখমণ্ডল, নাকের দুই পাশ, বুকের ও পিঠের মাঝখানে ছোট ছোট দানার মতো দেখা দেয়, যা অনেকটাই তৈলাক্ত ও হলুদাভ। চণ্ডণ্ড চুলকানির সঙ্গে মাথার চুল পড়া বেড়ে যাওয়া, শুষ্ক ছালা ও ফুসকুড়ি দেখা দেয় যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। ইস্ট নামের এক ধরনের ছত্রাক, যা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। তার কারণেই এটি হয়। ফলাফল খুশকি, চুলকানি, জ্বলনি, লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি যা কেড়ে নেয় শরীরের সব স্বাস্থি।

থোসপারিডা ৪ সারকোপটিস স্ক্যাভি নামের এক ধরনের পরজীবা শরীরের বিভিন্ন স্থানে দানা দানা গর্ত সৃষ্টি করে, যার চুলকানির তীব্রতা রীতিমতো অসম্বল। চুলকানির তীব্রতা হতে মারাত্মক হয়। এটি এত বেশি ছোঁয়ো যে একজনের হলে পুরো পরিবার আক্রান্ত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সময়মতো না হলে পরবর্তী সময়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এটি কারও শনাক্ত হলে পরিবারের সবাইকে (আক্রান্ত না হলেও) একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে জরুরীভাবে।

ব্রণ ৪ মূলত বয়ঃসন্ধিতে হলেও বর্ষাকালে আর আর্দ্র পরিস্থে এটা বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা দেয়। যাদের ঝুক তৈলাক্ত, মুখমণ্ডল নিয়মিত পরিষ্কার করেন না, দীর্ঘ সময় ধরে প্রসাধনী ব্যবহার করেন বা চর্মরোগের ভুল



ঔষধ খেয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। মুখমন্ডল ছাড়াও এটি বুক ও পিঠের মাঝখানে, গলায়, দুই বাহুতে দেখা দেয়। ঝুকের নিয়মিত এক ধরনের জীবাণু প্রতিবো ব্যাকটেরিয়াম একনি আর্দ্র অবহাওয়ায় অনুকূল পরিস্থে পেয়ে দ্রুতই বংশবৃদ্ধি করে প্রদাহ করে, যা নোংরা আক্রান্ত করে দানা বা ক্ষত তৈরি করে। এটাই আসলে ব্রণের আকারে দেখা যায়।

খুশকি ৪ সাধারণে প্রচলিত একটি ধারণা যে খুশকি শীতকালে হয়। খুশকির জন্য দারী আসলে একধরনের পরজীবা ছত্রাক। এটা বর্ষাকালেও কারও কারও মাথায় আক্রমণ করে, যা তীব্র চুলকানির পাশাপাশি কপালে, মুখে ক্ষতের সৃষ্টি করে। সঙ্গে চুল পড়াও বাড়িয়ে দেয় অস্বাভাবিক হারে।

কি করবেন ৪ এই ধরনের সমস্যার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই সময়ে নিয়মিত প্রতিদিন পরিষ্কার জলে স্নান করা, মুখমণ্ডল পরিষ্কার করা জরুরী। পাশাপাশি যেহেতু রোগগুলো অতিমাত্রায় ছোঁয়ো, তাই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র যেমন চিরুনি, তোয়ালে, সাবান, বিছানা-বালিশ অবশ্যই আরোয়া রাখতে হবে। ভেজা ও আর্দ্র ঝুক ভালভাবে মুছে শুকিয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে ইস্ত্রি করা ভাল, ভেজা কাপড় ভালভাবে না শুকিয়ে গায়ে দেওয়া, রোদ না থাকায় স্যাঁতসেঁতে বর, শাবান, তোয়ালের কারণে এসবেরে ঝুঁকি বাড়ে। সব সময় পরিষ্কার ফাঁকা অংশ ভালভাবে ধুয়ে মুছতে হবে। প্রতিদিন অন্তত দুবার জীবাণুনাশক সাবান ও শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করতে হবে। রাস্তার নোংরা ও বন্যার জল এড়িয়ে চলতে হবে। একান্তই যদি চলাচল করতে হয়, তবে ব্যক্তিতে ফিরে অবশ্যই ডেটলমিশ্রিত বা সাবানজল দিয়ে পা ভালভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপরও যদি এই রোগগুলো দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

শিশুদের জোর করে খাওয়াবেন না

দূরন্ত বার্তা ৪ বাইরের খাবারের প্রতি লোভ থাকলে ঘরের খাবার মুখে তোলো না। বহু বাড়িতেই শিশুদের নিয়ে এই সমস্যা রয়েছে। শিশুটি খেতে চায় না। মায়েরা চিন্তায় দিন কাটান। এই কারণেই ব্যথা হয়ে জোর করে খাবার খাওয়ান বাবা-মায়েরা। তবে জোর করে শিশুকে খাওয়ানো চিক নয়। এ কথা জানলেও মানতে চান না অভিভাবকরা। আর এ কারণে অজান্তে শিশুর ক্ষতি হেকে অনেনে তারা। জেনে নিন শিশুকে জোর করে খাওয়ালে যে ক্ষতি হতে পারে-

১. শিশুকে জোর করে খাবার খাওয়ালে তারা ভালো করে না চিবিয়েই গিলে ফেলে। ফলে এই খাবার তাদের শরীরে কাজে লাগে না। আর আন্ত খাবার গিলে খেতে গিয়ে শিশু বমি করে।

২. দীর্ঘদিন ধরে শিশুকে জোর করে খাবার খাওয়ালে তাদের হজমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার গিলে খাওয়ায় তাদের পানতন্ত্রকে অধিক পরিম্রম করতে হয়। এর ফলে পানতন্ত্র ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।

৩. জোর করে খাবার খাওয়ালে শিশু

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পেয়ে ফেলে। জোর করে বেশি খাবার খাওয়ালে খাবারের একটি বড় অংশ ক্যাট হিসেবে শরীরের জমে যায়। যা ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

৪. গলায় খাবার আটকে গিয়ে শিশুর মারাত্মক বিপদ হতে পারে। ছোটদের মুখে জোর করে খাবার দিলে তারা কাঁদতে শুরু করে। তখন গলায় খাবার আটকে দম বন্ধ হয়ে আসতে পারে ও খাবার গিলতেও সমস্যা দেখা দেয়।

৫. শিশুদেরও গ্যাসের সমস্যা হয়।

বিশেষ করে মুখে খাবার খাওয়ানো হলে বাচাদের মুখ দিয়ে অতিরিক্ত বাতাস ঢুকে পেটে। অন্যদিকে, গিলে খাবার খেলে তা হজমে দেরি হয়। ফলে পেটে গ্যাস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে ওঠে। কত পরিমাণ খাবার খাওয়া উচিত তা তারা বুঝতে পারেন না। তাই বড় হলেও নিজ থেকেই বেশি বেশি খেতে শুরু করে।

৭. জোর করে খাওয়ানোর ফলে শিশুরা খাবারের স্বাদ বুঝে উঠতে পারে না। আর স্বাদ বুঝতে পারে না বলেই তারা খাবার মুখে তুলতে চায় না। তাদের মধ্যে খাবারের প্রতি অনীহা গড়ে ওঠে।

যেভাবে শিশুকে খাওয়ানেন-

১. শিশুকে জোর করে খাবার খাওয়ানেন না। খেতে না চাইলে ভয় দেখানো বা বর্বো বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বোঝানোর চেষ্টা করুন।

২. প্রতিদিন একই খাবার খাওয়ানেন না।

৩. শিশুকে দৈনিক তাদের নেন্যু পরিবর্তন করুন।

৩. শিশুরা রঙবেরঙের খাবার খেতে পছন্দ করে। এজন্য তাদের নানা রঙের শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ান। তাও আবার ভালোভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে। দেখবেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের খাবারের ইচ্ছে বাড়বে।

৪. একবারে অতিরিক্ত খাবার না দিয়ে শিশুকে অল্প অল্প করে বারবার খাওয়ান। এর ফলে শিশুর খাওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে আর সহজে হজম করতে পারবে।

৫. খাবারের পাশাপাশি শিশুকে পর্যাপ্ত জল পান করান।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ৪ গর্ভাবস্থায় চা বা কফি পান করা কি নিরাপদ, এর থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে ?

উত্তর ৪ কফি এবং চা শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি মনকেও করে চান্দা। অনেকের হয়তো দিন শুরু হয় এককাপ চা অথবা কফি পান করে। তবে গর্ভাবস্থায় কফি খাওয়া নিরাপদ কি না এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। মা যখন কোনো খাবার বা পানীয় গ্রহণ করেন, এর পুষ্টিগুলো শিশুর শরীরে যায়। তেমনিভাবে খাবারের মধ্যে থাকা বিযাক্ত পদার্থগুলোও শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। যদি জিঞ্জেস করা হয়, কফি খাওয়া কি গর্ভাবস্থায় নিরাপদ? উত্তরে বিশেষজ্ঞরা বলেন, গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত কফি খাওয়া কখনো নিরাপদ নয়। এর মধ্যে থাকা ক্যাফেইন ও অন্যান্য উপাদান ক্ষণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এমনকি গর্ভপাতও ঘটতে পারে। বিভিন্ন রোগের দোষা যায়, কফি গর্ভপাত ঘটাতে পারে এবং এটি কম ওজনের শিশু জন্মানের কারণও হতে পারে। এ ছাড়া কফির ক্যাফেইন হিমোগ্লোবিন শোষণে ব্যাধা দেয়। এতে রক্তশূন্যতা হতে পারে। অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণে রুচি কমিয়ে দেয়। এতে গর্ভাবস্থায় খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমে যেতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদরা বলেন, গর্ভাবস্থায় অনেকেরই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকে। আর এটি কোষ্ঠকাঠিন্যকে বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার গর্ভাবস্থায় মাঝে মাঝে পেটের ব্যথা বলা হয়। তবে চা-কফি খেলে ঘুম কমে যেতে পারে। এতে সন্তানসম্ভবা নারীর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কফিতে ক্যাফেইনের পরিমাণ অনুযায়ী তুলনায় বেশি থাকে। তবে আমাদের দেশে যেভাবে চা দুধ দিয়ে বা জল দিয়ে তৈরি করা হয় এতে ক্যাফেইনের পরিমাণ বাড়তে পারে। তাই পুষ্টিবিদদের পরামর্শ, গর্ভাবস্থার নয় মাস চা-কফি সীমিত পরিমাণে খাওয়া ভালো। আর সবচেয়ে ভালো হয় একেবারেই এড়িয়ে যেতে পারলে। প্রশ্ন ৪ প্রথম সন্তান হওয়ার পর পেটে অসংখ্য স্ট্রেচ মার্ক রয়ে গেছে। শাড়ি পরতে লজ্জা লাগে। কিছু ঔষধ ও মলম ব্যবহার করছি। সেভাবে লাভ হয়নি। কি উপায়ে এই দাগগুলো দূর করা যায়?

উত্তর ৪ হ্যাঁ ওজন বেড়ে গেলে বা ওজন কমে গেলেও নারী-পুরুষ সবার শরীরে স্ট্রেচ মার্ক দেখা যায়। বিশেষ করে সন্তানধারণের পর বেশিরভাগ নারীর পেটেও কোমরে এই স্ট্রেচ মার্ক দেখা যায়। এটি শরীরের সৌন্দর্যই শুধু কমিয়ে দেয় না, এটি শরীরে পুষ্টিহীনতারও লক্ষণ প্রকাশ করে। সাধারণত স্ট্রেচ মার্কের সমস্যা এলে অনেকে প্রথমে তা গুরুত্ব দিতে চান না। কিন্তু এটি ঝুকেরও ক্ষতি করে। স্ট্রেচ মার্ক অল্প থাকলে তা কিছু ঘরোয়া উপায়েই মোকাবিলা করা যায়। ঝুকের যে কোমরে সন্তানধারণা জন্য অল্প রস খুলে উপযোগী। স্ট্রেচ মার্কের ওপর সরাসরি চারেক করতে পারেন। শিশুরা সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যায়। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যাবে। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যাবে। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যাবে। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যাবে। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যাবে। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লাগিয়ে রাখুন। সপ্তাহে বার তিনেক তা লাগালে স্ট্রেচ মার্কের দাগ এক সময় মিলিয়ে যাবে। কুসুম বাদে ডিমের সাদা অংশ লাগিয়ে কফিচিয়ে নিন। এবার তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর মাখিয়ে রাখুন। পনরো মিনিট রাখার পর তা গরম জলে ধুয়ে নিন। এরপর আলোেভা জেল লাগিয়ে রাখুন সেই জায়গায়। ধীরে ধীরে হালকা হয়ে দাগ মিলিয়ে যাবে। লেবু টুকরা করে কেটে তার ওপর চিনি মাখা করে দিন। কিছু দিনের মধ্যেই স্ট্রেচ মার্কের দাগ উঠে যাবে। হলুদ ও সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর তা স্ট্রেচ মার্কের ওপর লা

আহত যুবনেত্রীর পাশে দাঁড়ালেন প্রদেশ সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২৩ জুলাই : বিজেপির খড়িবাড়ি বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় হাতে চোট পান বিজেপির যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদিকা তথা খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা মনীষা সরকার। চিকিৎসার পর তাঁর হাত প্রাস্টার করা হয়। খবর পেয়ে রবিবার বিজেপি নেত্রী মনীষা সরকারের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁর বাতাসির বাড়িতে আসেন ভারতীয় যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। এদিন মনীষা সরকারের বাড়িতে এসে সংগঠনের প্রদেশ সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, বিজেপি তথা যুব মোর্চার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার লড়াই করছে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যখন তারা পারছে না তখন কখনও তৃণমূল নিগ্রহ করছে আবার কখনও তৃণমূল পরিচালিত পুলিশ এসে নিগ্রহ করছে। ফলস্বরূপ মনীষার ওপর আক্রমণ করবে অভ্যুত্থদের কড়া শাস্তির দাবি জানানেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। রবিবার সকালে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে মৃত অসীম সাহার পরিবারের দেখা করেন তিনি। ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গুস্তার নেতৃত্বে রাজ্যে সিন্ধিকৈট ও তোলাবািজ চলাছে। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। একইভাবে আমাদের যুব মোর্চার সক্রিয় সেনা অসীম সাহা তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের গুস্তারা তাকে মুন করল। সেজন্য আজ বনধ ডাকা হয়েছে। গোটা রাজ্যে এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

ব্যবসায়ী খুনে গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২৩ জুলাই : উত্তর দিনাজপুরের নিজের দোকানে ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক ব্যক্তি। শনিবার ইসলামপুর শহরের বাজারে ধারালো চাকুর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন অসীম সাহা (৩০) নামের ওই ব্যবসায়ী। নিহত অসীম বিজেপির ইসলামপুর শহর মণ্ডলীর সম্পাদক। এই ঘটনায় রবিবার একজনকে গ্রেফতার করে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং বলেছেন, এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কী কারণে এই খুনের ঘটনা ঘটল তা জানতে আমরা তদন্ত শুরু করছি। এদিকে, এই যুবককে খুনের প্রতিবাদে রবিবার ইসলামপুরে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করছে বিজেপি যুব মোর্চা। এই বনধকে ঘিরে সকাল থেকেই ইসলামপুর শহরে আটোসাটো করা হয়েছে নিরাপত্তা, শহরের নানা প্রান্তে টহল দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার সকাল থেকেই ইসলামপুর শহরে দোকানপাট বন্ধ। রবিবারের সকালে বাজারও বসেনি। বিজেপির দাবি, অসীম যুব মোর্চার শহর মণ্ডলের সম্পাদক। বছর সাতাশের যুবক কাজ করতেন মামা রতন সাহার কাপড়ের দোকানে। অভিযোগ, যেতন বাকি রাখার অপবাদ দিয়ে ব্যবসায়ীকে টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন দোকানের পুরনো কর্মচারী। সম্প্রতি তার বন্ধুও বকেয়া আদায়ের নামে তোলা দাবি করে। গতকাল সকালে ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা চালায় সাহিলা বাধা দেওয়ায় ব্যবসায়ীর ভ্রাত্রে অসীম ও তাঁর বন্ধুকে এলোপাখাডি কোপায় ওই যুবক। রাতে গুরুতর জখম ব্যবসায়ীর ভ্রাত্রের মৃত্যু হয় শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে। অভিযুক্তরা এখনও অধরা। এদিকে ইসলামপুরে তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় খুন হওয়া বিজেপি নেতা অসীম সাহার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে অভ্যুত্থদের কড়া শাস্তির দাবি জানানেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। রবিবার সকালে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে মৃত অসীম সাহার পরিবারের দেখা করেন তিনি। ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গুস্তার নেতৃত্বে রাজ্যে সিন্ধিকৈট ও তোলাবাজি চলাছে। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। একইভাবে আমাদের যুব মোর্চার সক্রিয় সেনা অসীম সাহা তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের গুস্তারা তাকে মুন করল। সেজন্য আজ বনধ ডাকা হয়েছে। গোটা রাজ্যে এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

মদ বিক্রির প্রতিবাদ করায় সিপিএম যুবকর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই : মদের নেশায় বৃদ্ধ হয়ে সর্বসাত হ হচ্ছে এলাকাবাসী। নেশায় আসক্ত হচ্ছ যুবসমাজ। তাই অবৈধভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদ করছে বিজেপি আর ওই মদ বিক্রির প্রতিবাদে মাশুল সিপিএম নেতাব বাড়িতে হামলা ও ডাঙচুরের অভিযোগে উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনাক্রমে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লী এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দলীয়কর্মীর ওপর হামলার প্রতিবাদে সরব সিপিএম নেতৃত্ব। ঘটনায় জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় একজন অসামু্য বাবসারী অবৈধভাবে মদ বিক্রি করে। ফলে এলাকার বহু যুবক মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। মদের নেশায় সর্বসাত হচ্ছে বহু পরিবার। মদাপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৩ জুলাই : মালদার বাননগোলায় দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনার ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ বিজেপির। রবিবার দুপুরে জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি থানার সামনে এসে শেষ হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রজ্ঞান জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার, বর্ধমান বিজেপি নেতা রঞ্জন মন্ডল, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি পূর্ণিমা মহন্ত সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, মণিপুরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন, তার প্রতিবাদ করবেন। অথচ তারই রাজ্যের মালদার মণিপুরের থেকেও যত্নম্বর ঘটনা ঘটছে। নিরীহ দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করছে জনগণ এবং তাও পুলিশের সামনে তাতেও পুলিশ মন্ত্রী নীরব কেন? এখানে কেন কোনও প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভের পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ ধরে থানার সামনে অবস্থান চালান বিজেপির নেতৃত্বরা। বিজেপি কর্মীরা পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টাও করে। যদি পুলিশ তাদের আটকে দেয়। শুধুমাত্র বালুরঘাট নয়, বিজেপির তরফে জেলার প্রতিটি থানার সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। মালদার ঘটনায় যারা অভিযুক্ত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। এপ্রিনে ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকালে বাকুড়া সদর থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। শতাধিক বিজেপির যুব ও মহিলা কর্মী মিছিল করে থানার সামনে হাজির হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে থানার সামনের গ্রীলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। গেটের সামনে থেকেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সদর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিলাদী দানা ও মহিলা নেত্রী মনিকা দত্ত।

আসানসোলে শপিং মলে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই : রবিবার আসানসোলের একটি শপিং মলে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। আসানসোলের ভাঙ্গা পাঁচিল এলাকায় অবস্থিত ওই শপিং মলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, খোঁয়া মলের ২০ ফুট ওপরে এত ত্রুত উঠতে শুরু করে যে খোঁয়া দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে অলঙ্কার পরিবেশ তৈরি হয়। অনাদিকৈ মলে কর্মরত নিরাপত্তা কর্মীরা ঘটনাটি জানিয়ে নিজেরে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যান। দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। তারপরে তিনটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আগ্রাণ চেষ্টা চালায়। মল থেকে নির্গত খোঁয়া পুরো এলাকায় এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে মানুষের শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। তবুও ক্যারার ট্রিগেটের কর্মীরা মলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যান। সেইসাথে কীভাবে আগুন লেগেছে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। আগুন লাগলে খোঁয়ার দরুণ একজন নিরাপত্তা রক্ষী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। শর্ট সার্কিট থেকেই মলে আগুন লেগেছে বলে দমকল বিভাগের প্রাথমিকভাবে ধারণা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ওই মলের ওয়ার হাউস থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং যে স্টক রুম আশে পাশে বাল্ল ও বিভিন্ন মালপত্রের পিচবোর্ডের কার্টনে দ্রুত আগুন লেগে যায়। প্রায় ৫ ঘণ্টা লড়াই করে দমকল বিভাগ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নি। সতেরো খবর, রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ আসানসোলের ভাঙা পাঁচিল এলাকায় একটি শপিং মল থেকে আচমকা খোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয় লোকজন।



সেই সময় অবশ্য ওই শপিং মল বন্ধ ছিল। কিছু ক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় দাউনউ করে জ্বলছে আগুন। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন দমকলে। খবর পেয়ে পৌঁছায় দমকল। এর পর একে একে বেশ কয়েকটি দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছয় ওই এলাকায়। শুধু আসানসোল নয়, দুর্গাপুর থেকেও আনা হয় ইঞ্জিন। শুরু হয় আগুন আয়ত্তে আনার কাজ। খবর দেওয়া হয় ওই শপিং মলের কর্মীদেরও। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবরে আতঙ্ক ছড়ায় ওই এলাকায়। কারণ, ওই শপিং মলের আশপাশে জনবসতি রয়েছে। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়। তবে কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছেন দমকলকর্মীরা। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আসানসোল পুরনিগমের দুই ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ও ওয়াসিমুল হক। সুপার মার্কেটে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা থাকলেও তা কাজ করেনি বলে দমকল বিভাগের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে আসানসোল পুরনিগম।



নিহত অসীম তাঁর মামা রতন সাহার কাপড়ের দোকান দেখভাল করতেন। তিনি কোচবিহারের বাসিন্দা ছিলেন। অসীমকে বাঁচাতে গিয়ে মহম্মদ শমসাদ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জখম হয়েছেন। তাঁকে অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর শহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন (ফিটো)। ফিটোর সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, দিনের বেলা শহরের দু একে এই ধরনের ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। দাদাগির টাঙ্গন না দেওয়ার মাশুল গুনতে হল নিরীহ অসীমকে। অসীমের মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই শনিবার বিকেলে শিবডাঙ্গিপাড়ায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি নেতৃত্ব। ইসলামপুর থানার আইসি সদীপ চক্রবর্তী অবরোধস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, এত ভালো একটি ছেলেকে এইভাবে প্রাণ দিতে হবে, ভাবাই যায় না। এই ঘটনা প্রমাণ করছে শহরে আইনের শাসন চ্যালেঞ্জের মুখে।

১০ বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মূর্শিদাবাদ, ২৩ জুলাই : বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল ফরা্কার সাঁকাপাড়া এলাকায়। ঘটনাক্রা তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আমাবাগান থেকে ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফরা্কা এনটিসিপিসি ফাঁড়ির এসআই পলাশ পালের অভিযানে নামে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে সাঁকাপাড়া এলাকায় একটি আমবাগান থেকে বালতি ভর্তি ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করতে খবর দেওয়া হয় বহু স্কোয়াডকে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ইব্রাহিম শেখ (২৭), হোদা আলম (২৪) এবং নাসিরউদ্দিন শেখ (৩৩) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা সাঁকোপাড়ারই বাসিন্দা। এলাকায় অশান্তি ছড়াতেই তারা বোমাগুলি মজুত করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার ধৃতদের বাড়িতে গৃহত্যাগ আদেশ করা হয়। পঞ্চায়েত ভাটের আগে এবং পরে ফরা্কা ও সামশেরগঞ্জের বেশ কিছু জায়গা থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। সঠিক সময় বোমাগুলি উদ্ধার করায় বড়সড়ো বিশৃঙ্খলা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মত পুলিশের।

দুর্ঘটনায় জখম ২

দুরন্ত বার্তা, পূর্বলিয়া, ২৩ জুলাই : মণিপুরের কুকি-জো সম্প্রদায়ের দুই মহিলার উপর অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবাদে রবিবার বাঘমুণ্ডি থানার অযোধ্যা মোড়ে বিক্ষোভ মিছিলে অদিবাসী সেন্সেল অভিযান। বিক্ষোভে মণিপুরের মুখামন্ত্রী রুশপতুল দাহ করার পাশাপাশি প্রতিবাদ মিছিলে হার্টেন সংগঠনের সদস্যরা। অযোধ্যা মোড় থেকে সরগাউ মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখানে থেকে আবার অযোধ্যা মোড়ে এসে তাদের প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয়। সেখানে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখানোর সঙ্গে মণিপুরের মুখামন্ত্রী এন বীরেন সিং-এর কুশপতুল দাহ করে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। অবিরোধে দেহীদের গ্রেফতার করা এবং কতিমত শাস্তির দাবী জানানো হয়। জানা গিয়েছে, মণিপুর রাজ্যের কাংগোেকপি জেলায় গত ৩ মে নির্মম ঘটনাটি ঘটেছিলো। ঘটনায় দুই মহিলাকে একজন যুবক আত্চার করে। তারই প্রতিবাদে অদিবাসী সেন্সেল অভিযান বাঘমুণ্ডি রুক কন্মিটির সদস্যরা প্রত্নিাদে পথে নামে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা যায়, ধসকা, বর্শিচাঁড় ও অযোধ্যা পাছাও এই কর্মসূচি নেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বাঘমুণ্ডি রুক সভাপতি রামপদ সরেন, জেলা ছাত্র যুব সম্পাদক সুবীল মুর্দু, সংগঠনের রুক সেন্সেল পারগানা ধীরেন মুরু সুহ সংগঠনের সদস্যরা।

আলোচনা চক্র

দুরন্ত বার্তা, বাকুড়া, ২৩ জুলাই : বিশ্ণের ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন বিষয়ে আজ এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় বাকুড়া শহরের পিনেমা রোডের এনপিএসি ক্লাবে। বাকুড়া অনুশীলন সমিতির বীথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে ক্রমবর্ধমান উষ্ণয়ানে জনজীবনে গভীর প্রভাব পড়বে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে তথা সারা বিশ্ণের জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে পরিবেশ দূষণ রোধ একান্ত জরুরি। আর এর জন্য প্রয়োজন বৃক্ষরোপণ। ঘটা করে গাছ লাগালেই হবে না তা রক্ষাবোধকল্প জরুরি। তবেই গাছ লাগানোর সার্থকতা। অবশ্যে বৃক্ষ ছেদন করে বনজ জঙ্গলের পরিবর্তে কংক্রিটের জঙ্গল বানানোর ফল উষ্ণায়ন। কাজেই জঙ্গল নষ্ট করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করভে বৃক্ষরোপণ হবে। এজন্য জনগনকে সচেতন করে তুলতে হবে।

বুদবুদের চাকতৈঁতুলে রাস্তা সারাই করার দাবীতে অবরোধ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই : বিজেপি প্রভাবিত গ্রাম। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও শাসক বিরোধী ভোট পড়েছে বিজেপিতোে অভিযোগ রাস্তা সারাইয়ে দ্বিচারিতা রাজ্যের তৃণমূল সরকারের। আর তাই বেহাল রাস্তা সারানোর দাবীতে অবরোধ করল ক্ষুর গ্রামবাসীরা। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল বুদবুদের চাকতৈঁতুল পঞ্চায়েতের বনগ্রাম, গোমহুল এলাকায়। বুদবুদের চাকতৈঁতুল পঞ্চায়েতের ডিভিসি ক্যানেলের লকসেট থেকে পাভুদহ সেতু পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা। সেচ ক্যানেলের পাড়ে ওই রাস্তার ওপর রয়েছে, বনগ্রাম, গোমহুল সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। এছাড়াও ওই রাস্তার ওপর নির্ভর করে রয়েছে কয়েক'শ হেক্টর চাষজমিও। লাল মোরামের ওই রাস্তাটি একদশকের বেশি সময় ধরে বেহাল দশায়। খানাখন্দে ভর্তি। কোথাও আবার একেহুটি গর্ত। বৃষ্টিতে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাহ্যাত করতে হয় গ্রামবাসীদের। বেহাল রাস্তায় সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল পড়ুয়া থেকে বৌদিগের। ক্ষুর বাসিন্দারা জানান, গ্রামে ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া, হাসপাতাল ও বাজারে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। বর্ষায় ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। সাইকেল নিয়ে চলাচল দূর অন্ত,

পা'য়ে হেঁটে চলাচল করাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বাসিন্দারা জানান, বনগ্রাম, গোমহুল থেকে পূর্ব ও পশ্চিম দুদিকে কমপক্ষে আড়াই কিলোমিটার কর্দমাক্ত, খানাখন্দে ভরা রাস্তায় হেঁটে যেতে হয়। তারপর একটু ভাল রাস্তা পাওয়া যায়। বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কাজের কাজ হয়নি। চরম দুর্ভোগে গ্রামবাসীরা। জানা গেছে, গত অর্থ বছর পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ থেকে এক কিলোমিটার রাস্তা পিচ করার অনুমোদন দেয়। বাকি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। অভিযোগ, ওই রাস্তার ওপর দিয়ে অবৈধ বাগি বোবাই ট্রাক্টরের কল ভেদ আনগোনা। দামোদর নদের শাঁকুড়ি, শানডাঙা ঘাট থেকে দিনরাত চলে অবৈধ বাগিবোবাই ট্রাক্টর। তার জেরে মোরামের ওই রাস্তা ভেঙে পড়েছে। বছর দুয়েক আগেও গ্রামবাসীরা রাস্তা সারাইয়ের দাবীতে সরব হয়েছিল। গোটা রাজ্য যখন রাস্তাশ্রী, পথশ্রীতে মাতোয়ারা। কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রাণীন সড়ক যোজনা প্রকল্প থাকা স্বত্বেও কেন হয়নি রাস্তা সংস্কার কাজ? প্রশ্ন থেকেই যায়। স্থানীয় বিজেপিকর্মী, বর্নালি মাজি, প্রদ্যুত মন্ডল প্রমুখ জানান, রাজ্যে পরিবর্তন সরকার কর্মতায় আসার পর গালভরা প্রতশ্রুতি দিয়েছিল। ওই রাস্তাটি পাকা হবে। ১২ বছরে এমনও পাকা হয়নি। গ্রামবাসীরা বেহাল রাস্তা দিদিকে

মূর্শিদাবাদে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৩ জুলাই : হাওড়ার পাঁচলা থেকে মালদহের পাকুয়াহাট। মহিলাদের বিবস্ত্র করে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এবার মূর্শিদাবাদে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে বেথডক মারধরের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বড়গ্রার তেলডুঙো গ্রামের ঘটনা। মহিলাকে উদ্ধার করতে গেলে আরও কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী আশঙ্কায় হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

যাঁদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে তাঁদের সকলেই এ ভয়ংকর কংগ্রেস করতেছেন। নির্ঘাতিতা মহিলাও তৃণমূলেরই জনপ্রতিনিধি ছিলেন। নির্ঘাতিতার কথায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল হয়ে লড়াই করেছিলেন। তবে গতকালে পারিনি। এজরা কংগ্রেসে যোগদান করার জিততো। তারপরই আর রাস্তায় ফেলে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। জানা গিয়েছে, নির্দলরা পঞ্চায়েত ভোটে হেরে যাওয়ার পর গণপ্রজা বহরমপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যৌগের রঞ্জন চৌধুরীর হাত থেকে পতাকা নিয়ে কংগ্রেসে অধিগ দেন। এবারই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যদের আজ আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জেতা বিশ্বনাথ দাস তার আত্মীয় ও অনুগামীদের নিয়ে হামলা চালান। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে কোনওরকমে বাড়ি পাঠান

আদিবাসী মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই : মালদার বাননগোলায় দুই আদিবাসী মহিলাকে নগ্ন করে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলপাড়া রাজ্য রাক্ষতীরা। তার মধ্যেই এবার জলপাইগুড়িতে তিস্তার চর থেকে উদ্ধার হল এক আদিবাসী মহিলার মৃতদেহ। জানা যাচ্ছে গত ১১ জুলাই থেকে গণনার দিন সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই মহিলা। মৃত মহিলার নাম রোশনি ওরাও। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা ছিলেন রোশনি। ভোট গণনার দিন সন্ধ্যা থেকে তার দেহ ওখোঁজ ছিলেন না। রায়পুরের লোকজন অনেক খোঁজখুঁজি করে না পাওয়ায় থানায় একটি নিখোঁজ ডহিরি করে। টানা ১১ দিন পর রবিবার সেই রোশনির পচাগলা মৃতদেহ মিলল

উন্নয়ন চেয়ে তৃণমূলে যোগদান বিজেপি প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৩ জুলাই : পঞ্চায়েত ভাটের ফল প্রকাশের পরেই জেলায় জেলায় দলবদলের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়গপুর ব্লকের বড়কলা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলে আগেই যোগ দিয়েছিলেন সিপিএমের জয়ী প্রার্থী। এবার তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী। যার ফলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বোর্ড গঠন করতে চলেছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের প্রার্থীকে ঘাসফুলে যোগ দিতে বাধ্য করেছে তৃণমূল। তবে দল বদল প্রার্থী অবশ্য দাবী করেছেন, উন্নয়নের স্বার্থে তিনি তৃণমূলের পতাকা নিয়ে গিয়েছেন। বড়কলা ৭ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসনের সংখ্যা ৩০ টি। তবে গণনা শেষে জানা যায়, ওই পঞ্চায়েতে ১৪ টি আসন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি পেয়েছে ১৩ টি, এছাড়া সিপিএম ১টি এবং নির্দল ২ টি আসন পেয়েছে। তবে পঞ্চায়েতের ফল প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিপিএমের একমাত্র জয়ী প্রার্থী আফরোজা বেগম তৃণমূলের যোগ দেন। আর এবার তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রার্থী তারা মাহাতো। এর ফলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে হল ১৬ জন। ফলে বাকি ২ নির্দল প্রার্থী বিজেপিকে সমর্থন করলেও সেক্ষেত্রে আসনের নিধিবে তৃণমূলই এগিয়ে থাকবে। শুধু ওই বিজেপি প্রার্থী নন, দলের ১০০ জন কর্মী তৃণমূলে পতাকা হাতে তুলে নেন। তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুজয় হাজরা তাদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। এবার নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বোর্ড গঠন করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্যদিকে, বিজেপির জয়ী প্রার্থীর যোগদান প্রসঙ্গে পুলিশের বিক্ষোভ ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, ভয় দেখিয়ে বিজেপির জয়ী সদস্যকে ঘাসফুলে যোগ দিতে বাধ্য করেছে পুলিশ। তবে যারা এখন বিজেপি হতে তৃণমূল কংগ্রেসে হুমকি দিচ্ছে তারা আগামী দিনে পরেই দাবি করেছেন বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি শঙ্কর গুজ্জিহা। যদিও দলতাগী জয়ী প্রার্থী তারা মাহাতো দাবি করেছেন, এলাকায় উন্নয়নের স্বার্থেই তিনি তৃণমূলে যোগ



দিয়েছেন। এ বিষয়ে জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, শুধু এই গ্রাম পঞ্চায়েতেই নয়, অন্যান্য জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দলের জয়ী সদস্যরা তৃণমূলের যোগ দেনো। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তৃণমূলে থেকেই উন্নয়ন সম্ভব। এই অবস্থায় বিজেপি জমি ধরে রাখতে পারবে কিনা তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর লাগাতার হামলার অভিযোগ তুলছে বিজেপি। সম্প্রতি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এই অভিযোগে তেলেন সাংঘদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বলেন, বইরের লোকজন এসে আমাদের লোকজনকে মেরেছে। হাসপাতালে ভর্তি আছে। কয়েকজন ফিরেছে। বিজেপির অভিযোগ, ভাটের পরে এই এলাকায় হিংসা ছড়াচ্ছে তৃণমূল। কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে। দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য করেছে। দিলীপের দাবি, তৃণমূলের এত সন্ত্রাস সত্ত্বেও বিজেপি ভাল ফল করেছে। তৃণমূলের অশা দাবি, ওই এলাকায় শান্তিই রয়েছে।

কোরিয়া ওপেন জিতলেন চিরাগ-সাহ্বিক

সিওল, ২৩ জুলাই : রবিবাসরীয় দুপুরে পেশাদার ব্যাডমিন্টন সার্কিটে পুরুষদের ডবলসে ফের ভারতকে বড় সাফল্য এনে দিলেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। ইন্দোনেশিয়ার পর এবার দক্ষিণ কোরিয়া জিতে নিলেন তারা। সাফল্য যেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন জুটির নিত্যসঙ্গী। তাদের জুটি মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় টেনিসের লিয়েন্ডার মহেশ ভূপতির কথা। রুদ্রশ্রাস ফাইনালে ইন্দোনেশীয় জুটিকে ১৭-২১, ২১-১৩, ২১-১৪ ফলাফলে হারিয়ে দিয়েছেন তারা। এর আগে সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হয়েছিলেন চিনের শক্তিশালী ব্যাডমিন্টন জুটি কে লিয়াঙ, সি ওয়াংয়ের। কিন্তু শেষ চারের ম্যাচে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন জুটি লিয়াংদের ২১-১৫, ২৪-২২ ফলাফলে হারিয়ে দেয়। শুধু কী খেতাবী সাফল্যে? সাত্বিক-চিরাগ জুটি কিন্তু নাচেও কম যান না। কোরিয়ান ওপেন জেতার পর কোর্টের মধ্যেই নাচতে শুরু করেন ভারতীয় দুই শাটলার। তাদের নাচের ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এর আগে কমনওয়েলথ গেমসে ব্যাডমিন্টনে সোনা জিতেছিলেন সাত্বিক ও চিরাগ। গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তারা। এবার কোরিয়া ওপেনও জিতলেন ভারতীয় এই জুটি। তবে লি-মহেশ নয়, নিজেদের নাদাল-ফেডেরার বলে উল্লেখ করলেন সাত্বিক। তার কথায়, আমরা অনেকটা নাদাল ফেডেরারের মতো। আমি ফেডেরারের ভক্ত, চিরাগ নাদালের। সেই অর্থে আমাদের জুটি নাদাল ফেডেরারের মতো। আমি সব সময়ই আগ্রাসী খেলতে ভালোবাসি। কিন্তু সব সময় হয়ে উঠে না। চিরাগের খেলা নাদালের স্টাইলের সঙ্গে মিল আছে। ও সব সময় পয়েন্টের জন্য লড়ে যায়। এই টুর্নামেন্টে বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছেন সাত্বিকসাইরাজ। এই টুর্নামেন্টে ভারতীয় শাটলার একটি শট করেছেন যার গতি ৫৬৫ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। ১০



বছর আগে ২০১৩ সালে মালয়েশিয়ান শাটলার তান বুন একটি শট করেছিলেন যার গতি ছিল ৪৯৩ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। এতদিন বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে এটাই ছিল সর্বোচ্চ গতির শট। পরপর এই জুটি যে ভাবে সাফল্য পেয়ে চলেছেন, তাতে খুশি প্রত্যেকেই। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ফর্মে ছিলেন ভারতীয় এই জুটি। এই নিয়ে টানা ১০টি ম্যাচে অপরাজিত রইল ভারতীয় জুটি। এদিন শুরুতে কিছুটা পিছিয়ে

গেলেও শেষ দুই গেমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন এই জুটি। প্রথম সেটে হারটা কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তোলে ভারতকে। তবে গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা চিরাগ-সাত্বিক জুটির কাছে টিকতেই পারেনি আলফিয়ান-রিয়ান জুটি। শেষ দুই সেটে লড়াঝু পারফরম্যান্স করে কোরিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ম্যাচের প্রথম গেমে পিছিয়ে গেলেও কিন্তু শেষ হাসি হাসল ভারতীয় শাটলার জুটি।

হতাশ ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২৩ জুলাই : এবারের ট্রান্সফার উইকোতে ঘটনার ঘনঘটা। সেই সঙ্গে প্রচুর জল্পনা। আর জল্পনার সঙ্গে কলকাতার দুই প্রধানের নাম জড়িয়ে পড়বে না তা কি করে হয়! মোহনবাগানে থেকে হয়তো ফুটবল প্রেমীদের জল্পনার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। কিছু জল্পনা সত্যি হয়নি। তেমনই একটি জল্পনা উপড়ে গিয়েছে গোড়া থেকে। বেঙ্গলুরু একফি সত্যা নাথারতের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের মধ্যে একজন জয়েস রানো। আসন্ন মরসুমে তাকে নতুন দলের জার্সি পরে খেলতে দেখা যাবে। তবে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরে নয়। অনেকে আশা করেছিলেন জয়েস হয়তো লাল হলুদ জার্সি পরতে চলেছেন। তেমনটা হয়নি। বেঙ্গলুরু একফি থেকে এক বছরের লোনে তিনি খেলতে চলেছেন মুম্বই সিটি এফসিতে। মুম্বই ইতিমধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। থাইল্যান্ডে অনুশীলন করছে দল। লোনের কথা ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টা পর ফের একটি অপডেটে দেয় মুম্বই সিটি এফসি। জয়েস পেঁছে গিয়েছেন থাইল্যান্ডে। মাঝমাঠের এই ফুটবলার অতীতে খেলেছেন এটিকে এবং এটিকে মোহন বাগানের হয়ে। এক সময় জয়েস ফুটবলে অন্যতম প্রতিভাধর ফুটবলার হিসেবে গণ্য করা হতো তার নাম। ক্রমে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি তিনি। মরসুম এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে জয়েসের মাঠে নামার সময়। অনেকে মনে করছিলেন জয়েস কলকাতার ক্লাবে রাখা দিতে পারেন। কিন্তু তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত আর রইল না। গত মরসুমে ছিলেন বেঙ্গলুরু ফুটবল ক্লাবে। খুব বেশি সুযোগ পাননি সেখানে। মনে করা হচ্ছে, বেঙ্গলুরু ফুটবল ক্লাবের প্রতি খুব একটা খুশি নন তিনি। সেখানে পর্যাণ্ড সুযোগ পাননি খেলার।

জিতল ভবানীপুর

কল্যাণী, ২৩ জুলাই : কলকাতা ফুটবল লিগে আরও একটি ম্যাচে জয় তুলে নিল ভবানীপুর। রবিবার পুলিশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে দল। মোহনবাগানে খেলা প্রাক্তন দুই ফুটবলারের গোলে জিতেছে ভবানীপুর। অন্যান্য বারের মতো এবারও বেশ শক্ত ভক্ত দল গঠন করেছে ভবানীপুর। প্রথম একাদশে রয়েছে এক বাক নামকরা ফুটবলার। শুধু কলকাতার মাঠেই নয়, অভিজ্ঞ এই ফুটবলারের অনেকে খেলেছেন দেশের জাতীয় স্তরের ক্লাবে। রিজাত বেষ্টেও ময়াদনের চেনা মুখের ভিড়। তুলনায় খাতায়-কলমে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল পুলিশ দল। ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে শুরু থেকে ভবানীপুরই ছিল ফেভারিট। এবারের কলকাতা ফুটবল লিগে শুরুর দিকে ছন্দ খুঁজে পেতে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল ভবানীপুরের। তবে কোচ রঞ্জন চৌধুরীর বিদ্যাস ছিল দলের ছেলেরা ঠিকই পারবে জয়ের সরপিতে ফিরে আসতে। বাস্তবে সেটাই হচ্ছে। টুর্নামেন্টের অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠছে কলকাতার এই ক্লাব। কল্যাণীর মাঠে খেলা শেষ হাসি লেগেছিল ভবানীপুরের কোচ, ফুটবলারের চোঁটো পুলিশের বিরুদ্ধে এদিনের ম্যাচে আধিপত্য বজায় রেখেছিল জিতেন মূর্মুর দল। গোল পেতে অসুবিধা হয়নি তাদের। ম্যাচ শুরু হওয়ার প্রথম কোয়ার্টারে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অরিজিং বাগুই। তার কিছুক্ষণ পর ভুল করে বসে পুলিশের রক্ষণগার। আত্মঘাতী গোলের সুবাদে ভবানীপুরের পক্ষে স্কোরলাইন হয় ২-০। তৃতীয় গোলাট করেছেন নিখিল কদম। নিখিল এবং অরিজিং দু'জনেই এক সময় মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন।

প্রাক মরসুম অনুশীলন শুরু মোহনবাগানে



কলকাতা, ২৩ জুলাই : প্রাক মরসুম প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলে মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট সিনিয়র টিমের। শনিবার সকালেই কলকাতা এসে গিয়েছিলেন কোচ এবং বিদেশি ফুটবলাররা। রবিবার থেকেই মাঠে নেমে পড়লেন হগো বুমেস, জেসন কামিন্স। রবিবার এবং সোমবার ক্রোজডোর অনুশীলন হবে সবুজ মেরুনের তা আগেই জানানো হয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে। রবিবার মরসুমের প্রথম অনুশীলনে সমর্থক বা সাংবাদিক কারোরই প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং ফুটলারদের মেডিকেল টেস্ট করা হয়। অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স এবং ফরাসি তারকা ছগো বুমেস। পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, আশিষ রাই, বিশাল কাহিরা উপস্থিত ছিলেন। সাহাল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা, আশিক কুরিয়ানের মত

আব্দুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপাকে নিয়ে শক্তি বাড়িয়েছে মোহনবাগান। চোট পাওয়া সঙ্গেও রিজার্ভ হিসাবে ধরে রাখা হচ্ছে জনি কাউকোকো। ফলে এবার সবুজ মেরুন দল খাতায় কলমে অন্তত দেশের সেরা। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আসবেন টিডি হাবাস। অনাদিকে রবিবার গভীর রাতে কলকাতায় আসছেন ইমামি ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ কার্লোস কুয়াল্রাত। বিনো জর্জের অধীনে সিনিয়র টিমের ফুটবলার। আগেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। এবার দলের খাল ধরবেন কুয়াল্রাত। বিদেশি ফুটবলাররা করে আসবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। সোমবার কলকাতা লিগে বিএসএফের মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। আগের ম্যাচে খিদিরপুরকে হারিয়ে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী লাল-হলুদ ব্রিগেড। ঘরের মাঠে এই ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও সেনাবাহিনীর পরিদর্শনের জন্য এই ম্যাচটি হবে নৈহাটি স্টেডিয়ামে।

ধোনির থেকে আরও শিকতে চান সাই সুদর্শন

দুরন্ত বার্তা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : আইপিএলের পর ইমার্জিং এশিয়া কাপ। ব্যাট হাতে চমক দেখাচ্ছেন সাই সুদর্শন। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তামিল এই ব্যাটসম্যানের কাছে খুলে গিয়েছে জাতীয় দলের দরজা। ইমার্জিং এশিয়া কাপে রাইসিং স্টারদের মধ্যে অন্যতম নাম এখন সাই সুদর্শন। আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে ওপেন করতে নামতেন সাই সুদর্শন। গোটা টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করেন সাই। ফাইনালে সিএসকে'র কাছে গুজরাত হারলেও ৯৬ রান করে নজর কেড়েছিলেন সুদর্শন। আইপিএলে আট ম্যাচে ৩৬২ রান করেছেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৪০। গত ৫১। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও রান করেছেন তামিলনাড়ুর ব্যাটার। সেখানে আটটি ম্যাচে দু'টি শতরান করেছেন তিনি। ৫৮৮ রান করেছেন। কিন্তু জানেন কী সাইয়ের এই পারফরম্যান্সের নেপথ্যে আছে মহেন্দ্র সিং ধোনির অবদানও। তামিলনাড়ুর ক্রিকেটার হলেও সিএসকে খেলার সুযোগ হয়নি সাইয়ের সামনে। কিন্তু গুজরাত ওপেনারও পেয়েছেন মাহির দীক্ষা। ধোনির উপদেশই পাষ্টে দিয়েছিল সাই সুদর্শনের ক্রিকেটীয় ধারা। আইপিএলে একটি ম্যাচের পর ধোনির সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন তরুণ এই ক্রিকেটার। মাহির উপদেশ পেয়েছে নিজেকে তৈরি করেছেন সাই। তার কথায়, যোনি ভাইকে সবাই জানে। উনি খুবই শান্ত থাকেন সব সময়। আমি যখনই কথা বলতে গিয়েছি, মাহি সব সময় বলেছে যে, নিজেকে চিনতে। দলের জন্য কী করতে পারব সেটা বুঝতে। নিজের জন্য খেলার থেকে সেটাই সব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ধোনি নয়, একইসঙ্গে বিরাট বার্তা নিয়েও ইমার্জিং এশিয়া কাপে খেলতে এসেছেন সাই। কী শিখতে চান কোহলির থেকে? এর উত্তরে সুদর্শন বলেন, বিরাট খুব কঠিন মানসিকতার মানুষ। আমি কোহলির থেকে এই জিনিসটা শিখতে চাই। ওর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।

এশিয়ান গেমসে সুনীলদের নিয়ে ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : সরকারি অনুমোদন পেলে এশিয়ান গেমসে সুনীল ছত্রীর নেতৃত্বাধীন দল পাঠাবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এশিয়ান গেমসে ফুটবল দল পাঠানোর বিষয়ে অনুমোদন দেয়নি ক্রীড়ামন্ত্রক। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলে অনূর্ধ্ব ২৩ দলের সঙ্গে যেতে পারেন সুনীল-গুরপ্রীতদের মতো কয়েকজন সিনিয়ার ফুটবলারও, এমনই খবর এআইএফএফ সূত্রে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নিয়ম অনুসারে, মহাদেশের সেরা ৮ দলের মধ্যে থাকলে তবেই এশিয়ান গেমসে দল পাঠানো যাবে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল দল এখনও এশিয়ার সেরা আট দলের মধ্যে নেই। ফলে এই নিয়েই আটকে আটকে আছে ভারতীয় ফুটবল দলের এশিয়াতে খেলার স্বপ্ন। কিন্তু ফেডারেশন কর্তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সরকারের অনুমোদন আদায়ের। এআইএফএফ-এর এক সূত্র জানিয়েছেন, ভারতের বর্তমান ফুটবল দলে সাত জন অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলার রয়েছে। বয়স বেশি এমন তিন জন ফুটবলারকে এশিয়ান গেমসে পাঠানো যাবে। সরকার সবুজ সংকেত দিলে অধিনায়ক সুনীল ছত্রী, গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সান্থ ও ডিফেন্ডার সর্দেশ শিঙ্কানকে পাঠানো এশিয়াতে দলে রাখা হবে। ২০০২ সাল থেকে এশিয়ান গেমসে নিয়ম হয়েছে, অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবল দল খেলাতে হবে। যদিও সিনিয়র দল থেকে তিনজন ফুটবলার রাখা যাবে। ভারতীয় ফুটবল দল তারুণ্যে ভরা। ফলে দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হবে না। তার উপর এশিয়াডের মতো মধ্যে খেললে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রচার পাবে ভারতীয় ফুটবল দল। ভারতীয় ফুটবল সংস্থা পরিকল্পনা করেছিল, আসন্ন এশিয়ান গেমসে দল



পাঠানো হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর এশিয়ান গেমস। তার আগে থাইল্যান্ডে কিংস কাপে খেলবে ভারতীয় দল (৭-১০ সেপ্টেম্বর)। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ইতিমধ্যেই ৫০ জন অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলারের একটি তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলিকে পাঠিয়েছে। কারণ, একফি অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপ ও তহিল্যান্ডে কিংস কাপের জন্য অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলারদের আরও একটি দল তৈরি রাখতে চাইছে তারা। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত তিনটি ট্রফি জিতেছে ভারত। মার্চে ত্রিদেশীয় কাপের পর জুন মাসে আন্তঃমহাদেশীয় কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এমনকি চলতি মাসে সাফ কাপও ঘরে তুলেছে ইগর স্টিমারের দল। ভারতের অধিনায়ক সুনীল ছত্রী ২টি প্রতিযোগিতাতেই অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। এশিয়ান গেমসে দলকে খেলানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কাছে আবেদন করেছেন হেডকোচ ইগর স্টিমার।

স্ট্যান্ডবাই থাকায় খুশি নন অন্তিম পাঞ্জ্যাল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ট্রায়ালে শীর্ষ থেকেছেন, কিন্তু ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সিদ্ধান্তে এশিয়ান গেমসে থাকতে হবে স্ট্যান্ডবাই। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আমি সঠিকভাবে জিতেছি। তাহলে আমি কেন স্ট্যান্ডবাই থাকব। হাইকোর্ট আমার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে, কিন্তু আমি লড়াই থেকে সরছি না। আমার সুপ্রিম কোর্টে যাছি। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সব কুস্তিগিরই দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করছেন। এইভাবে কয়েকজন সুযোগ পেলে উঠতি কুস্তিগীরদের মনোবল ভেঙে যাবে। বস্তুত অন্তিম শুরু থেকেই ভিনদেশের সরাসরি সুযোগ দেওয়ার বিরোধী। বজরং পুনিয়া এবং ভিনেশ ফোগাতকে এশিয়া কাপে ট্রায়াল ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অন্তিম পাঞ্জ্যাল ও অনূর্ধ্ব ২৩ এশীয় চ্যাম্পিয়ন সুজিত কলকল। ট্রায়াল ছাড়াই এশিয়াডের দলে সুযোগ পেয়েছেন আদোলনকারী

দুই কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া এবং ভিনেশ ফোগাত। যা নিয়ে সররার ভারতীয় কুস্তি। জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। একটি বিবৃতিতে অ্যাডহক কমিটি জানিয়েছিল, ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নিয়ম মেনে এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ৬৫ কেজি ও মহিলাদের ৫৩ কেজি বিভাগে দুই কুস্তিগীরকে জাতীয় দলে নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি তারা জানিয়ে দিয়েছে যে এই বিভাগে ট্রায়াল হবে। ট্রায়ালে যারা জিতবেন তাঁরা স্ট্যান্ডবাই হিসাবে থাকবেন। কিন্তু দুই উদীয়মান কুস্তিগিরের সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়ে দেয়, এশিয়াডে সুযোগ পাওয়া নিয়ে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক কমিটির সিদ্ধান্ত কোনওরকম হস্তক্ষেপ তারা করবে না। এর ফলে আপাতত স্বস্তি বজরংদের। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে মালা গাভলে অসন্তুষ্ট বাড়াবে আদোলনকারী কুস্তিগীরদের। এদিকে, এশিয়াডের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলেন অলিম্পিকে পদক জয়ী রবি দাশিয়া।

হরমনপ্রীতের পাশে দাঁড়ালেন মাক্তানা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : আপাত উত্তাপহীন একটা সিরিজ। সেই ভারত-বাংলাদেশ তৃতীয় একদিনের ম্যাচ শেষেই বিতর্কের দাবানল। ম্যাচ শেষে অ্যাম্পায়ারিং নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। সেই সঙ্গে মাঠে অফ্রিকেটীয় আচরণ করেন। এর জেরে এবার শান্তির মুখে পড়লেন হরমনপ্রীত। ভারত অধিনায়ক প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন খারাপ অ্যাম্পায়ারিংয়ের জন্য হারতে হয়েছে তাদের। পাশাপাশি ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ অ্যাম্পায়ারিংয়ের দাবি



তোলেন তারা। ম্যাচ পরিচালকদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য ভালোভাবে নেয়নি আইসিসি। হরমনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল বিশ্ব ক্রিকেট সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ক্রিজবাজের প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত অধিনায়কের ম্যাচ ফি-র ৭৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। মাঠে স্ট্যাম্পে হিট করার জন্য ৫০ শতাংশ এবং ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণীতে বিতর্কিত মন্তব্য করার জন্য ২৫ শতাংশ। এবার ক্যাপ্টেন পাশে দাড়িয়ে বিতর্কের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলেন সহ অধিনায়ক স্মৃতি মাক্তানা। এমনকি উদাহরণ টানলেন ছেলেদেরও। মাঠে আউট হওয়ার পর হরমনপ্রীতের ব্যবহার এবং বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে। এভাবে অ্যাম্পায়ারদের সমালোচনা করা যায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবার হরমনপ্রীতের হয়ে ব্যাট ধরলেন ভারতের সহ অধিনায়ক স্মৃতি মাক্তানা। ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক বলেন, যে কোনও ম্যাচে এরকম হতে পারে যে, আপনি কোনও সিদ্ধান্তে খুশি নন। বিশেষ করে যখন এই ধরনের সিরিজের ম্যাচে কোনও ডিআরএস থাকে না। আমরা এখানে আরও ভালো কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। আমি আশা করছি আইসিসি,

বিসিসিআই, বিসিবি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। মাক্তানা তার দলের অধিনায়কের আচরণ প্রসঙ্গে বলেন, এটা খেলার অবিস্ফোদন অংশ। যখন আপনি ভারতের হয়ে খেলবেন, যখন আপনি ভারতের হয়ে খেলবেন, আপনি ম্যাচ জিততেই চাইবেন এবং মুহূর্তেই উত্তেজনায় এমনটা ঘটতে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয় মাক্তানা পুরুষ ক্রিকেটের উদাহরণ টেনে বলেন, অতীতে ছেলেদের ক্রিকেটে এমন অনেক ঘটনা দেখেছি আমরা। ওর বিপক্ষে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল, তাতে খুশি ছিল না। ও মনে করেছিল যে, ও আউট নয়। তাই এমন আচরণ বেরিয়ে এসেছে। প্রথমে ব্যাট করে ২২৫ রান করেছিল বাংলাদেশ। ২২৬ রান করলেই ভারত জিতে যেত। কিন্তু রুদ্রশ্রাস ম্যাচটি শেষ ওভারে গিয়ে টাই হয়ে যায়। ২২৫ রানে খলআউট হয়ে যায় ভারত। যার ফলে সিরিজটিও ১-১ ড্র হয়ে যায়। রেগে গিয়ে ব্যাট দিয়ে স্ট্যাম্প ভেঙে দেন। অ্যাম্পায়ারের দিকে উত্তেজিত ভাবে কিছু বলতে বলতে মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমের দিকে এগিয়ে যান। মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দর্শকদের ‘থাকস আপ’ দেখান হরমন। যে ঘটনা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ডুরান্ড কাপের সরকারি সূচী প্রকাশিত



কলকাতা, ২৩ আগস্ট : জল্পনার অবসান, সরকারিভাবে ঘোষিত হল ডুরান্ড কাপের সূচী। আগামী ৬ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। সবুজ মেরুনের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ আর্মি ফুটবল দল। সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচ। গ্রুপ এ-তে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল, রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাব এফসি, বাংলাদেশ আর্মি ফুটবল দল। ফলে এই গ্রুপে আর্কসের কেন্দ্রবিন্দুতে ডার্লি ম্যাচ। করে হবে ডুরান্ডের বড় ম্যাচ। তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। একাধিক তারিখও প্রকাশ্যে এসেছিল। রবিবার সকালে সরকারিভাবে ঘোষিত হল ডুরান্ড কাপের সূচী। ১২ আগস্টে হবে গ্রুপ পর্বের বড় ম্যাচ। যুবভারতীতে

বিকেল ৪.৪৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। সবুজ মেরুনের আবেদন মানল না ডুরান্ড কমিটি। ১১ আগস্ট নয় ১২ তারিখেই খেলতে হবে বড় ম্যাচ। যা অসম্ভি বাডাল সবুজ-মেরুন শিবিরে। কারণ, ১৬ আগস্ট একফি কাপের খেলা রয়েছে মোহনবাগানের। ডুরান্ড কাপের আয়োজকরা চাইছে মূল দল নিয়েই ঐতিহ্যশালী এই প্রতিযোগিতায় খেলুক আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু ১২ আগস্ট যদি ডার্লি হয়, সে ক্ষেত্রে পরের দিনটা রি-এরার করতেই কেটে যাবে। একফি কাপের ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মাত্র দুই দিন সময় পাবেন কোচ জুয়ান ফেরান্দো। কলকাতা লিগে অনূর্ধ্ব ২৩ দল খেলাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কলকাতা লিগের পাশাপাশি এবার

দুরন্ত বার্তা

সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

GET IT ON Google Play

ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন